প্রিয় পাঠক

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। পবিত্র রমজানে সিয়াম সাধনার উপহার হিসেবে মহান আল্লাহ আমাদের দান করেছেন ঈদ-উল-ফিতর। তাই সবাইকে জানাই 'ঈদ মোবারক'। সব ভেদাভেদ ভুলে ঈদে ভ্রাতৃচেতনায় আমরা মিলনের গান গাইবো। হিংসা-বিদ্বেষের আবীলতা থেকে এদিন আমরা মুক্ত হবো। এদিন আমরা আনন্দের পবিত্র ধারায় প্রাণবন্ত হবো এবং কামনা করবো মুসলিম উম্মাহর সমৃদ্ধি ও বিজয়।

প্রিয় পাঠক, রমজানে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে বান্দা রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের সুসংবাদ লাভ করে। ঈদ-উল-ফিতরের দিন তার কিছুটা প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তবে বান্দার প্রকৃত আনন্দ ও মুক্তি নিহিত রয়েছে আল্লাহর আনুগত্য তথা তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনের সাফল্যে। কিন্তু সাফল্যের এই পথে বাধা হয়ে আছে শয়তানের চ্যালেঞ্জ। যে এই চ্যালেঞ্জে বিজয় লাভ করে সেই পায় মুক্তির সনদ, আনন্দের সওগাত। এই কথাটিই অন্যভাবে বলেছেন হযরত আলী (রাঃ)। তিনি বলেছেন, 'মুসলমানদের ঈদ প্রতিদিন, প্রতিদিনই তারা গুনাহ থেকে দূরে থেকে সওয়াব ও মুক্তির খুশি লাভ করে। ' আমাদের ঈদ যেন প্রতিদিনের ঈদ হয়, এই কামনায় শেষ করছি আজকের চিঠি।

কুরআনের আলো

আল্লাহ কেবল শিরকের (অংশিদারী) পাপই মাফ করেন না। এছাড়া আর যত পাপ আছে তা- যার জন্যে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে লোক আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করল সে তো বড় মিথ্যা রচনা করল এবং বড় কঠিন গুনাহের কাজ করল।
সূরা আন নিসা : ৪৮

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর। আর তোমাদের যে সুদ লোকদের নিকট পাওনা রয়েছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।
সূরা আল বাকারাহ : ২৭৯

আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি রহমত নাযিল করেন। আর আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাঁর জন্য রহমতের দোয়া করেন। অতএব, হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ কর।
সূরা আল আহযাব : ৫৬

হাদীসের বাণী

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কোনো ব্যক্তিকে দাওয়াত দেয়া হলে সে যদি তা কবুল না করে, তবে সে আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী করলো। আর যে বিনা দাওয়াতে প্রবেশ করলো সে চোর হয়ে প্রবেশ করলো এবং ডাকাত হয়ে বের হলো।
- আবু দাউদ

আবু সা'লাবা খুশানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার সব চেয়ে প্রিয় ও নিকটবর্তী হবে তারা, যাদের চরিত্র সর্বসুন্দর সর্বোত্তম। আর আমার নিকট সবচাইতে ঘৃণ্য ব্যক্তি হবে তারা, তোমাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট

চরিত্রের, যাদের মুখে কথার খৈ ফোটে, যারা মুখ বাঁকিয়ে গর্ব ও অহংকারের সাথে কথা বলে।

- বায়হাকী : মেশকাত

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ দুঃখ-কষ্টে তোমাদের কেউ যেনো মৃত্যু কামনা না করে। হ্যাঁ চরম অবস্থায় পৌঁছে যদি তার কিছু বলতেই হয়, তবে সে যেনো বলেঃ হে আল্লাহ! আমাকে সে পর্যন্ত জীবিত রাখো যতোক্ষণ জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হবে। আর তখন আমাকে মৃত্যু দিও, যখন মৃত্যুবরণ করা আমার জন্যে কল্যাণকর হবে।

- বুখারী

চিন্তাধারা

ঈদ-উল-ফিতর

ড. মীর মন্জুর মাহ্মুদ

পবিত্র রমযানের একমাস সিয়াম সাধনার পর মুসলিম জীবনে আসে ঈদ-উল-ফিতর। নির্মল আনন্দ আর গোনাহ মাফের বার্তা নিয়ে আগমন ঘটে দিনটির। ঈদের এই আগমন চুপিসারে নয়, নয় বিশেষ কারো জন্য; বরং সাড়ম্বরে মুসলিম সমাজের প্রতিটি সদস্যের জন্য আনন্দ উৎসব বয়ে আনে দিনটি। ইসলামী জীবনবিধানের পবিত্র নির্দেশনা কেবল সমাজে বসবাসরত মুসলিমদেরকই এই দিনের আনন্দ-উৎসবে শরীক করেনি, তাদের প্রতিবেশী অমুসলিম ভাইদেরকেও সম্পৃক্ত করেছে সমানভাবে। আমাদের মাঝে ঈদ-উল-ফিতর প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট দিনে বার বার ফিরে আসা ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ উৎসবের নাম। সাধারণভাবে আরবী 'আওদ' থেকে উদ্ভূত ঈদ শব্দের অর্থ আনন্দ বা উৎসব নয়; বার বার ফিরে আসা। তবুও আমরা ঈদকে সেভাবেই জানি। কারণ ব্যবহারিক অর্থে মুসলিম জীবনে এই দিন দু 'টি সামষ্টিক আনন্দ-উৎসব আর পারস্পরিক দায়বদ্ধতার চেতনা জাগ্রত করার দিন। আমাদের সারা বছরের প্রাপ্তি প্রত্যাশা এইদিনে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে রূপময় হয়ে ওঠে। মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুসলিম জীবনকে বৈচিত্রপূর্ণ করতে প্রতিবছরের দু 'টি দিনকে ঈদ হিসাবে দান করেছেন- যার একটি ঈদ-উল-ফিতর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা হতে মদিনায় আগমনকালে মদিনাবাসীদের আনন্দ-উৎসবের দু 'টি দিন ছিল, যে দিনে তারা খেলাধুলা করত। বিষয়টি অবগত হয়ে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ দু 'দিনের কি তাৎপর্য আছে? মদিনাবাসীগণ উত্তর দিলেন, আমরা জাহিলী যুগে এ দু 'দিনে খেলাধুলা করতাম। তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ তা 'আলা তোমাদেরকে এ দু 'দিনের পরিবর্তে এরচেয়ে শ্রেষ্ঠ দ 'ুটি দিন দান করেছেন। আর তাহলো ঈদ-উল-আযহা ও ঈদ-উল-ফিতর। (সুনান আবু দাউদ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই নির্দেশনার মাধ্যমে প্রতিবছরে দু 'টি ঈদের সূচনা হয়ে অদ্যাবধি তা মুসলিম সমাজে প্রতিপালিত হয়ে আসছে।

ঈদের সূচনা নিয়ে আমাদের কাছে এর চেয়ে বেশী কিছু তথ্য নেই, আর প্রয়োজনই বা কী? কারণ বিশ্বজাহানের মালিক তাঁর প্রিয় হাবীবকে নির্দেশনা দিয়ে মুসলিম সমাজে এই দিনের সূচনা করেছেন। আমরা ঈদ প্রবর্তনকালের মদীনার সমাজের প্রেক্ষাপটকে প্রসঙ্গত পর্যালোচনা করলে এক শাশ্বত সুন্দরের সূচনা দেখতে পাই, আর তা মুসলিম হৃদয়ে জাগ্রত করে এক পবিত্রানুভূতির। হযরত জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহাগ্রন্থ আলকুরআন অবতীর্ণ হল নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি; সাথে সাথে এলো সে বিধানকে সমাজে প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব। আর তা বাস্তবায়নের জন্য পবিত্র নগরী মক্কা থেকে সুদূর ইয়াসরীব নামক জনপদকে মনোনীত করা হল এবং সঙ্গীদের নিয়ে মাতৃভূমির মায়া পরিত্যাগ করে সেখানে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হল ঐ সুমহান সত্বার পক্ষ হতে। আংশিক নয়, সম্পূর্ণ আসমানী নির্দেশনা আর বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারীর নিজস্ব তত্বাবধানে একটি সমাজ বিনির্মিত হল-সেটিই ছিল মদীনার সোনালী সমাজ বা শিশু ইসলামী রাষ্ট্র। মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এক এক করে আসা অলঙ্ঘনীয় বার্তার আলোকে কুরআনের বাহক নিজে পরম মমতায় নির্মাণ করলেন সে সমাজকে, সে সমাজের প্রতিটি রীতিপদ্ধতিকে এবং সংশোধন করলেন সে সমাজের মানুষকে। তিনি তাঁর সত্যানুসন্ধানী সাথীদের নিয়ে জীবনের বিনিময়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কুরআনী সমাজের প্রতিটি দিককে নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সাজালেন। ফলে কুরআনের বাণী আর সে সমাজের মানুষের জীবনাচারণ যেন একাকার হয়ে গেল। প্রত্যদর্শীরা সাক্ষ্য দিল-সামান্য সময়ের ব্যবধানে সে সমাজের কলহপ্রিয় অশান্ত মানুষগুলো শান্তির বার্তাবাহক বনে গেল জীবনের বিনিময়ে, সমাজের সর্বস্তরে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হল, সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজের নিষেধ করা সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিধিতে পরিণত হল। আরো দেখা গেল যে, সে সমাজের সদস্যরা যা বলে তা কুরআনের কথাই বলে, তারা যা করে তা কুরআনের নির্দেশনা মতই করে- এটিই ছিল মহাগ্রন্থ আলকুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার বাস্তবরূপ। এর মাধ্যমে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মধ্যপন্থী এবং মানবতার কল্যাণকামী একটি উম্মাহর জন্ম নিল-সেটিই আজকের মুসলিম উম্মাহ। আমাদের হারানো অতীতের ইতিহাস এটিই; কোন লক্ষ্যভ্রষ্ট কল্যাণচিন্তাবিবর্জিত জাতি-গোষ্ঠীর সদস্য আমরা নই। এমনই একটি সমাজ বিনির্মাণকালে সে সমাজের মানুষের জন্য আনন্দ-উৎসবের নির্দেশনা এলো বছরের দু 'টি দিনের- একটি

ঈদ-উল-ফিতর এবং অপরটি ঈদ-উল-আযহা। সেই আদর্শ সমাজের নির্দেশনার ধারাবাহিকতায় আমরা প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে এই উৎসব পালন করে আসছি। কিন্তু ঈদ প্রবর্তিত হওয়া সেই সমাজব্যবস্থা, সে সমাজের মানুষের জীবনাচরণ এবং ঈদের সেই রীতিপদ্ধতি আজও কী আমরা ধরে রাখতে পেরেছি! আমরা কী নিজেকে মদীনার সোনালী সমাজে সৃষ্ট সেই মুসলিম উম্মাহর সদস্য বিবেচনা করি? নাকি কবির ভাষায় যা বলা হয়েছে, তা-ই সত্য (!)- "আজও সেই কুরআন আছে, হাদীস আছে, সেই ঈমান আর মানুষ নেই,.....। "

ঈদ-উল-ফিতর মুসলমানদের একটি উৎসবমূখর দিন; পাশাপাশি এটি একটি ইবাদত পালনের দিনও বটে। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে ব্যক্তি ও সমষ্টির মাঝে মেলবন্ধন সৃষ্টি, আনন্দের ভাগাভাগি, ঐক্য ও সংহতির প্রকাশ, আদর্শিক চেতনায় ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক জ্ঞাপন ও প্রকাশ, পারস্পরিক দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ব পালনের এক অপূর্ব সুযোগ এনে দেয় ঈদ। এজন্য এটিকে ফিতরের ঈদও বলা হয়। এইদিনে একজন মুসলিম একমাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আত্মোন্নয়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার কারণে গোনাহ থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় আনন্দবোধ করে এবং এ উপলক্ষ্যে ফিতরা ও অতিরিক্ত দান সদকার মাধ্যমে নিকটাত্মীয় ও সমাজের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তবে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, ঈদের আনন্দ উৎসবের ধরন ও প্রকৃতি যেন উদ্দেশ্যচ্যুত না হয়। সাধারণ যুক্তি বলে, একটি অভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে বিনির্মিত সমাজের আনন্দ-উৎসবকে গ্রহণ করার সাথে সাথে সে সমাজের অন্য বিধি-বিধান ও রসম-রেওয়াজকেও অনুসরণ করা আবশ্যক। কারণ সে সমাজে কেবল আনন্দ উৎসবই ছিল না; ছিল সার্বজনীন সামাজিক দায়বদ্ধতা, প্রীতিপূর্ণ এক কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ। বছরের দু 'টি দিন এবং তার বাইরের দিনগুলোতে সে সমাজ কিভাবে পরিচালিত হত, সমাজের সদস্যরা কিভাবে এই আনন্দ উপভোগ করেছেন- তা যথাযথভাবে অনুকরণ করতে হবে। কারণ ইসলামী জীবনবিধানের আলোকে প্রবর্তিত ঈদ উদযাপন উদ্দেশ্যহীন বা কোন সমাজের মানুষের নিজ নিজ খেয়াল খুশির বিষয়ে পরিণত হতে পারে না। আর সে সমাজটি কুরআনের আলোকে বিনির্মিত ছিল বিধায় তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা মসলমানদের জন্য বিকল্পহীন

শর্ত। সুতরাং আজকের মুসলিম উম্মাহর ঈদ উদযাপনের প্রাক্কালে ঈদ প্রবর্তিত সমাজের নীতি আদর্শের উপরে চলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়াটা অত্যাবশ্যক।

আমাদের সমাজে ঈদ উদযাপনের রীতি সুপ্রাচীন। সঠিকভাবে এর দিনক্ষণ উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও এ কথা বলা যায় যে, ইসলামের আগমনের সাথে সাথেই ইসলামী জীবন বিধানের এই দিকটিও আমাদের সমাজে পরিপালন শুরু হয়েছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ জন্মসূত্রে মুসলিম। তাদের মাঝে সাধারণভাবে দ্বীন জানা ও বোঝার চেয়ে অনুকরণ প্রবণতা অনেক বেশী। তাই ইসলামের অন্যান্য বিধানের মত ঈদ উদযাপনের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে নানা বিভ্রান্তির। এ দিনটি পারস্পরিক দায়বদ্ধতা এবং ইবাদাতসূলভ ভাবধারার চেয়ে কেবল উদ্দেশ্যহীন আনন্দ উল্লাসপ্রবণ দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আমাদের সমাজে বসবাসরত অন্যদের নানা উৎসবের সাথে এ দিনকে অবচেতনমনে মিলাতে চেষ্টা করেছি। ঈদ উপলক্ষ্যে প্রচলিত সামাজিকতা বিদ্যমান থাকলেও এ দিনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অধিকাংশই জ্ঞাত নয়। যেমন, শতধাবিভক্ত মুসলিম সমাজে একতা, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে দুই ঈদ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। মুসলমানেরা প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং সপ্তাহে একবার জুমার সালাত নিজ নিজ পাড়া মহল্লার মানুষের সাথে আদায় করে থাকে। আর বছরে দু 'বার কয়েকটি মহল্লার মানুষ একত্রে, এক ঈদগাহে সালাত আদায় করার সুযোগলাভ করে। ফলে তাদের মাঝে একই উম্মাহর সদস্য হিসেবে এক বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার সুযোগ আসে। সেজন্য জুমার সালাত এবং ঈদের সালাত আদায়ে অধিক সংখ্যক মুসল্লিকে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ঈদ উদযাপনে আমাদের সমাজে প্রচলিত পরিত্যাজ্য কিছু কাজ প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা হল :

১. ঈদ উদযাপনে ইসলামী নির্দেশনা মানার চেয়ে ইচ্ছামত পালন করার প্রবণতা।

২. এক মাস সিয়াম পালনের প্রশিক্ষণ যেন ঈদের দিন সকাল থেকেই ভুলতে বসার সূচনা হওয়া।

৩. প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়াতে ব্যক্তি জীবনে রমযান পরবর্তী সময়ে সিয়ামের শিক্ষা পরিপালন করা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়ে কেবল উৎসব নির্ভর দিন হিসেবে ঈদকে তুলে ধরার অবচেতন প্রচেষ্টা।

৪. ঈদ উপলক্ষ্যে অধিক ব্যবসায়িক মুনাফা করার লক্ষ্যে রমযানের আগমনে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করা।

৫. পরিবহণ সেক্টরে অধিক ভাড়া আদায়ের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হওয়া।

৬. ঈদের আগমনে ঘুষ দুর্নীতির পরিমাণও অনেক ক্ষেত্রে বেড়ে যাওয়া।

৭. ঈদের আনন্দে অন্যকে শরীক করার চেয়ে নিজেকে নিয়ে বেশী ব্যস্ত থাকা।

৮. নিকটাত্মীয় ও সমাজের গরীব অসহায়দের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগির চেয়ে সামর্থবানদের বেছে নেয়ার অধিক প্রবণতা।

৯. দেশের অনেক স্থানে ঈদের সালাত আদায় করা নিয়ে প্রতিযোগিতা, দলাদলি, মারামারি ইত্যাদি।

১০. ঈদের দিনে আনন্দের নামে অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া।

১১. গ্রাম-মহল্লায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে এক শ্রেণীর তরুণ কর্তৃক গানের আয়োজন করা।

১২. আনন্দ প্রকাশে পটকা, আতশবাজি ইত্যাদি ফোটানো।

১৩. নতুন পোশাক পরিধানের নামে মেয়েরা সৌন্দর্য প্রদর্শনে লিপ্ত হওয়া।

১৪. মেয়েদেরকে ঈদগাহে সালাতে শরীক হওয়ার সুযোগ না রাখা।

১৫. ঈদের পোশাকের নামে ফ্যাশন হাউজগুলোর মাধ্যমে অশালীন পোশাক বাজারে সরবরাহ করা ইত্যাদি।

আমাদের সমাজের উপরে বর্ণিত দিকগুলোর বাইরে কিছু লক্ষণীয় দিক রয়েছে। ঈদ-উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয় রমযানের আগমনের সাথে সাথে। রমযান এলেই সারাদেশের

পরিবেশে একটু ভিন্নতা দেখা দেয়। মসজিদে সালাত আদায়কারীর সংখ্যা বেড়ে যায় এবং সালাতুত তারাবীহ আদায়ের জন্য অনেক সিয়াম পালনকারীর যথেষ্ট আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। মালিকরা শ্রমিকের কাজকে লাঘব করে এবং সরকারিভাবে অফিস আদালতের সময়সীমা শিথিল করা হয়। এ মাসে বয়স্ক মানুষের সাথে সাথে শিশুরাও সিয়াম পালনের চেষ্টা করে থাকে। অনেক শিশু পরিবারের বড়দের অনুকরণে খুব কষ্ট করে দু'একটি করে রোযা রাখার চেষ্টা করে। আবার অনেকে দিনের একাংশে রোযা রেখে খুব আনন্দবোধ করে। কিন্তু রমযান কুরআন নাযিলের মাস, সিয়াম সাধনা ও ক্বিয়ামের মাস হওয়ায়- এ মাসে বেশী বেশী করে কুরআন বুঝতে চেষ্টা করা, অন্যায় ও পাপাচার পরিত্যাগ করে আল্লাহর কাছে গোনাহ মাফ চাওয়া, সিয়ামের উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং বেশি বেশি ক্বিয়ামুল লাইল করার চেষ্টা করা। এ মাসের শেষ দশকে ইতেকাফ করা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ বলা হয়েছে। একজন মুসলিম এ সকল কাজের মাঝে রমযান পালনের পর সাক্ষাতলাভ করে ঈদ-উল-ফিতরের। এ দিনে সে লাভ করে আত্মিক প্রশান্তি, গোনাহ মাফের এক বুক প্রত্যাশা, আর সিয়াম ভঙ্গ করে স্বাভাবিক জীবন যাপনের শরয়ী অনুমতি- এটিই তার পরম আনন্দের। এক মাসের প্রশিক্ষণ শেষে নতুন উদ্যমে আল্লাহ তা 'আলার আনুগত্য করার মানসিক শক্তি অর্জন করার আনন্দ। এ বিধান নারী পুরুষের জন্য সমান। নিম্নে ইসলামী শরী 'আর বিধানের আলোকে ঈদ সম্পর্কিত কয়েকটি নির্দেশনা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

১. ঈদকে ইসলামী জীবনবিধানের নির্দেশনার আলোকে পালনের চেষ্টা করা।

২. এক মাস সিয়াম সাধনার শিক্ষার আলোকে ঈদের দিন থেকেই বছরের বাকী সময় চলার চেষ্টা করা।

৩. ঈদের দিন সকালে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সাধ্যমত ভাল পোশাক পরে ঈদগাহে যাওয়া। ইবনে উমার (রা) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত, তিনি ঈদ-উল-ফিতরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন। (মুয়াত্তা ইবন মালিক) সাইদ ইবনে মুসাইয়াব (র.) বলেন, ঈদুল ফিতরের সুন্নত তিনটি। যথাঃ ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া, ঈদগাহের দিকে রওয়ানার পূর্বে কিছু খাওয়া, গোসল করা। এমনিভাবে সুগন্ধি ব্যবহার ও উত্তম পোশাক পরিধান করা মুস্তাহাব।

৪. ঈদ-উল-ফিতরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে খাবার গ্রহণ করা। (মুয়াত্তা) ঈদের সালাতের পূর্বে তিনটি, পাঁচটি অথবা সাতটি এভাবে বেজোড় সংখ্যায় খেজুর খাওয়া সুন্নাত। আমরা খেজুর সম্ভব না হলে সামান্য কিছু অন্য খাবারও খেয়ে যেতে পারি। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদ-উল-ফিতরের দিনে না খেয়ে বের হতেন না, আর ঈদ-উল-আযহার দিনে ঈদের সালাতের পূর্বে খেতেন না। সালাত থেকে ফিরে এসে কুরবানির গোশত খেতেন। (মুসনাদে আহমদ)।

৫. স্বাভাবিকভাবে পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া এবং তাকবীর পাঠ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন ঘর থেকে বের হয়ে ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন। ঈদের সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন। যখন সালাত শেষ হয়ে যেত তখন আর তাকবীর পাঠ করতেন না।

৬. মেয়েদেরকে ঈদের সালাতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়া। 'উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন আমরা যেন মহিলাদেরকে ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহাতে সালাতের জন্য বের করে দেই....। (সহীহ মুসলিম) আমাদের দেশে বর্তমানে এটি একটি উপেক্ষিত বিষয়। মেয়েদের সকল জ্ঞানে যাওয়ার সুযোগ থাকলেও দীন জানার ও মানার স্থানগুলোতে যাওয়ার পথ সুগম করা আজ সময়ের দাবী।

৭. ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই পরিবারের সকলের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা।

৮. পরিবার ও সমাজের সদস্যদের সাথে পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় করা। যেমন, তাক্কাব্বাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা (আল্লাহ তাআলা আমাদের ও আপনার ভাল কাজগুলো কবুল করুন) (ফতহুল বারী), ঈদ মুবারক ইত্যাদি বলা।

৯. সকল মুসলমানের জন্য দোয়া করা এবং আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীর সাধ্যমত খোঁজ খবর নেয়া এবং তাদেরকে দেখতে যাওয়া।

১০. নিকটাত্মীয়, বিশেষ করে গরীব, মিসকিন ও অসহায়দেরকে সামর্থ্যের মধ্যে ঈদের খুশিতে শরীক করা ইত্যাদি।

ঈদ আমাদের সকলের জীবনে সমানভাবে আসে না। কারো জন্য এ দিনকে উপভোগের ক্ষেত্রে সমস্যাটা অনেক সময়ই প্রকট হয়ে দেখা দেয়। বিশেষভাবে আর্থিকভাবে দুর্বল অভিভাবকদের জন্য। তবে অধিক সামর্থবানদের মধ্যেও বেশী পাওয়ার প্রতিযোগিতায় সমস্যা হতে দেখা যায়। সাধারণত সমাজের সামর্থবানদের কাছে ঈদ মানে যতটা আনন্দের, সামর্থহীন অভিভাবকদের কাছে ঠিক তার বিপরীতটা। প্রতিবছর ঈদ এলেই টানাপোড়েনের সংসারে রীতিমত অগ্নিপরীক্ষা নেমে আসে। অভিমানী সন্তান-সন্ততির চাহিদাপূরণ করতে না পারা অভিভাবকদের দুঃশ্চিন্তা অনেক সময় আমাদেরকে চিন্তিত করে তোলে। তারপরও ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে খুশি। তবে ঈদের প্রকৃত চেতনা ধারণ করতে পারলে এ সকল সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কারণ, সামর্থহীনদের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে ঈদের আনন্দে তাদেরকে শরীক করাই ঈদের অন্যতম নির্দেশনা। এ থেকে বোঝা যায়, মুসলিম জীবন নিরানন্দের নয়; আবার বল্গাহীনও নয়। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সামষ্টিক দায়িত্বের বোঝা একজন মুসলিম কখনও পরিত্যাগ করতে পারে না। আত্মকেন্দ্রিক হওয়া বা কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার সুযোগ একজন মুমিনের নেই। এ জন্যই অভুক্ত প্রতিবেশী রেখে নিজে খেয়ে রাতযাপনকারীকে ইসলামে মুমিন নয় বলা হয়েছে। ইসলামী জীবন বিধানে ঈদ উপলক্ষ্যে পরিবার-পরিজন, নিকটাত্মীয় ও অভাবীদের মাঝে নতুন কাপড়, খাবার, বিভিন্নভাবে সাহায্যের হাত প্রসারিত করার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণের যে চিরন্তন ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা আর কেউ দিতে পারেনি। ঈদ আমাদের ছোট বড় সবার মানসপটে নানাভাবে স্থান দখল করে আছে। ব্যক্তি জীবনে এ দিনটিকে আমরা নানাভাবে পেয়েছি। শিশুকালে এক রকম, কৈশোরের দুরন্তবেলায় আরেক রকম, যৌবনের স্বপ্নময় দিনগুলোর অনুভূতি ভিন্ন এবং আবার দায়বদ্ধ সংসার জীবনের ঈদ অনুভূতি অন্য রকমের। তবে বার্ধক্যেও ঈদের আনন্দ ফিকে হয়ে যায় না। এই আনন্দ-উৎসব আর দায়বদ্ধার চিত্র ধনী গরীবের ব্যবধানে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। তারপরও ঈদ সব সময়ই আনন্দের, সবার জন্যই। আমরা একই জীবনে কখনও দায়িত্বহীন আনন্দ ভোগ করেছি ঈদকে ঘিরে; আবার দায়বদ্ধ জীবনের সুখস্মৃতিও আমাদের কম নয়। জীবনের একাংশে ঈদের দিনে পেয়ে আমরা আনন্দলাভ করি এবং আরেক অংশে অন্যকে দিয়ে আনন্দলাভ করি। উভয় অবস্থানের ঈদই

আনন্দের; একটি থেকে অন্যটির পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। আমাদের জীবনের অবস্থানগত কারণে আনন্দবোধ ও বহিঃপ্রকাশের পার্থক্য হয় বটে; তবে ঈদ কখনও আনন্দহীন হয় না। এ এক শাশ্বত সুন্দরের চেতনা, পবিত্র এক অনুভূতি আর নির্মল আনন্দবোধ জাগরুকের। আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর আমাদের জাতীয় জীবনে বয়ে নিয়ে আসুক প্রকৃত আনন্দ আর সার্বজনিন কল্যাণ, আমরা যেন সমভাবে উপভোগ করতে পারি দিনটি- মহান আল্লাহর কাছে এটিই একান্ত প্রার্থনা।

চিন্তাধারা

দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা

শায়খ আবু ইউসুফ

কল্যাণমূলক ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা ও পিছিয়ে পড়া জনগণের জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বেষ্টনী গড়ে তোলার প্রধান ও অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে ইসলামি যাকাত ব্যবস্থা। যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। সালাত, সওম ও হজ্জের মত এটিও একটি বাধ্যতামূলক ফরয ইবাদাত। পবিত্র কুরআনে সালাতের পর সবচেয়ে বেশি যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় ২৮ স্থানে মহান আল্লাহ সালাতের সাথে যাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন। সালাত, সওম ও হজ্জের মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি এবং যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়। এ কারণেই মহান আল্লাহ মানুষের ওপর এর প্রত্যেকটিকে বাধ্যতামূলক ইবাদাত হিসেবে আবশ্যক করেছেন। যাকাত আদায়ে আখিরাতমুখী উপকারিতার পাশাপাশি রয়েছে পার্থিব ও সামাজিক অসংখ্য উপকারিতা। নিম্নে সংক্ষেপে তা আলোকপাত করা হলো,

আখিরাতমুখী উপকারিতা

যাকাত প্রদান করা মুত্তাকীগণের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যে ঠিকমত যাকাত দেবে আল্লাহর দরবারে তার নাম মুত্তাকীদের তালিকাভুক্ত করা হবে। পক্ষান্তরে যাকাত না দেয়া কাফিরদের বৈশিষ্ট্য ও জাহান্নামের শাস্তি লাভের অন্যতম কারণ। আল্লাহ বলেন, “আর ধ্বংস মুশরিকদের জন্য যারা যাকাত প্রদান করে না এবং তারা আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসী” । যাকাত আদায়কারীর ছোট ছোট গুনাহসমূহ তার যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মুছে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আর সাদাকাহ (যাকাত ও দান) গুনাহকে মিটিয়ে দেয় যেমনিভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়” ।

পার্থিব উপকারিতা

যাকাত আদায়ের মাধ্যমে পার্থিব জীবনে ধন-সম্পদের অকল্যাণ দূরীভূত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে তার মালের যাকাত আদায় করলো তার সম্পদের অকল্যাণ ও অমঙ্গল দূর হয়ে গেল" । আবার যাকাত আদায়ের ফলে যাকাত আদায়কারীর ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। অনেকে মনে করেন, যাকাত দিলে সম্পদ কমে যায়। কিন্তু কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী যাকাতে সম্পদ কমে না বরং বাড়ে। মহান আল্লাহ এ মর্মে ঘোষণা করেন, "আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন আর সাদাকাহ বা যাকাতকে বাড়িয়ে দেন" ।

যাকাত আদায়ের আরো একটি ফায়দা হলো, যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তির মর্যাদা ও সম্মান লোকদের মাঝে বৃদ্ধি পায়। মানুষ তার দানশীলতা, বদান্যতা ও প্রশস্ত অন্তরের বিষয়টি জানতে পারে। পাশাপাশি যাকাত তাকে কৃপণ হওয়ার বদনামী থেকে রক্ষা করে। সে সকল প্রকার ব্যয়কুণ্ঠতা থেকে পবিত্র হয়ে যায়। এদিকে ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ তার প্রিয় বন্ধুকে আদেশ দিয়েছিলেন, "তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো, যা দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও দোষমুক্ত করবে" ।

সামাজিক উপকারিতা

যাকাত আদায়ে সামাজিক যে সকল উপকারিতা রয়েছে তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো, এর দ্বারা সমাজের অনাহারক্লিষ্ট ও অভাবী ব্যক্তিদের অভাব ও প্রয়োজন পূরণ হয়। সঠিকভাবে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণও সম্ভব হয়। মূলতঃ সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণই যাকাতের প্রধান ও মূল উদ্দেশ্য। তাছাড়া এ যাকাত যথাযথ আদায়ের ফলে সমাজের লোকদের সম্পদ বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সাদাকাহ সম্পদ কমায় না" । রাসূলের এ বাণী দ্বারা সুস্পষ্ট যে, সাদাকাহ দ্বারা মাল কমে না বরং বাড়ে। পাশাপাশি সম্পদের ব্যবহার ও এর সীমা বৃদ্ধি পায়।

যাকাত অনাদায়ের শাস্তি :

যাকাত আদায় না করার কারণে সম্পদকে তার মালিকের গলায় বেড়ী হিসেবে পড়ানো হবে। মহান আল্লাহ বলেন, "এবং যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রা◌াস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁকা দেয়া হবে। (আর বলা হবে) এটা তা-ই যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর" ।

যাকাত অনাদায়ে সামাজিক ক্ষতি

যাকাত আদায় না করার কারণে শুধু নির্দিষ্ট ব্যক্তিটিই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, বিষয়টি এমন নয়। বরং যাকাত যথাযথ আদায় না করা হলে সমাজে বিপর্যয় ঘটে, আল্লাহর গজব নেমে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যদি কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা যাকাত প্রদান না করে তাহলে তারা অনাবৃষ্টির শিকার হয়। যদি পশু-পাখি না থাকতো তবে তারা বৃষ্টি থেকে একেবারেই বঞ্চিত থাকত" ।

যে সকল সম্পদের যাকাত দিতে হয় : পাঁচ প্রকার সম্পদের যাকাত দিতে হয়। যথা :

১. বিচরণশীল প্রাণী : যেমন উট, গরু, ছাগল, ভেড়া ও মহিষ গৃহপালিত পশু। তবে এগুলোর ওপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হলো, তা ব্যবসার উদ্দেশ্যে হতে হবে অথবা সায়িমা তথা অধিকাংশ সময় চারণভূমিতে বিচরণ করে ঘাস ভক্ষণকারী হতে হবে এবং তা বংশ বৃদ্ধির জন্য পালন করা হবে। উটের নিসাব ন্যূনতম ৫টি, গরু ও মহিষের ৩০টি এবং ছাগল ও ভেড়ার ৪০টি। বিচরণশীল প্রাণী যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে পালা হয় তবে তা নিসাব পরিমাণ না হলেও যাকাতযোগ্য অন্যান্য সম্পদের সাথে যুক্ত করে এগুলোর মূল্যের যাকাত দিতে হবে।

২. সোনা-রূপা : সোনা-রূপা চাই ব্যবহারের জন্য হোক অথবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে হোক তাতে যাকাত আদায় করতে হবে। যদিও ব্যবহৃত সোনা-রূপার যাকাত ওয়াজিব কিনা তা

নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ স.-এর আমল হলো এগুলোর যাকাত প্রদান করা। তাছাড়া যারা এ ক্ষেত্রে নমনীয় তারাও বলেছেন, সতর্কতামূলক যাকাত দিয়ে দেয়াই উত্তম। স্বর্ণের নিসাব ৭.৫ ভরি এবং রূপার নিসাব ৫২.৫ তোলা। এ পরিমাণ বা এর চেয়ে বেশি স্বর্ণ বা রূপা কারো নিকট এক বছর থাকলে পুরো স্বর্ণ বা রূপার মূল্যের ২.৫% যাকাত দিতে হবে।

৩. নগদ টাকা : কাগজের তৈরি নোটের ওপরও যাকাত ওয়াজিব। কারণ এ নোটগুলো রূপার বদলেই চলমান, সুতরাং এগুলো রূপার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং এর মূল্য রূপার নিসাবের সমপরিমাণ হলে, তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। চাই এগুলো হাতে মজুদ থাকুক বা অন্য কারো কাছে ঋণ থাকুক। কাজেই কারো নিকট ৫২.৫ তোলা রূপার মূল্যমান পরিমাণ টাকা থাকলেই তাকে এর ২.৫% যাকাত দিতে হবে।

৪. ব্যবসা বা বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত দ্রব্য : স্থাবর-অস্থাবর সকল প্রকার ব্যবসায়ী পণ্যের ওপর যাকাত ওয়াজিব। বছরান্তে সেগুলোর মূল্য নির্ধারণ করে ৪০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।

৫. কৃষি উৎপাদন বা ফল ও ফসল : ভূমি থেকে উৎপাদিত শস্য ও ফল-ফলাদি। মহান আল্লাহ বলেন, “ফসল কাটার সময় তার হক (যাকাত) আদায় কর” । ফসলের ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার নিসাব হলো পাঁচ ওসাক। পাঁচ ওসাক সমান ৬১২ কেজি। উক্ত নিসাবে বিনাশ্রমে প্রাপ্ত ফসলে যাকাতের পরিমাণ হল দশ ভাগের এক ভাগ আর শ্রম ব্যয়ে প্রাপ্ত ফসলে যাকাতের পরিমাণ বিশ ভাগের এক ভাগ।

ফলমূল, শাক-সব্জি, তরমুজ ও এ জাতীয় বস্তুর ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাতের ভূমিকা

ইসলামি আইনে যাকাত ব্যবস্থার একটি মহত্ উদ্দেশ্য হলো, সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করা। যাকাতের মাধ্যমে দু'ভাবে দরিদ্র্যদেরকে সাহায্য করতে হবে।

প্রথমত : তাদের তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটানো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল ও কার্যাবলী থেকে জানা যায় যে, তিনি কারো দারিদ্র্য মোচনের জন্য প্রাথমিকভাবে তার চাহিদা মেটাতেন এবং সাথে সাথে দারিদ্র্য মোচনের কৌশল বাতলে দিতেন। পরিশ্রমী হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন।

দ্বিতীয়ত: তাদের দারিদ্র্যের স্থায়ী সমাধান করা। এ জন্য ইসলামী শরীয়তে যাকাতকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় গ্রহণ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বন্টনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতিতে মুমিন অবশ্যই নিজের ফরয ইবাদাত নিজেই আদায় করবেন। ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করলে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে যাকাত তার পূর্ণ অবদান রাখতে পারছে না। কারণ দরিদ্র্য ব্যক্তি নগদ টাকা খরচ করে ফেলেন এবং তা উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে পারেন না। তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে কয়েকজন মিলে একত্রিতভাবে বা যাকাত ফাউন্ডেশন গঠনের মাধ্যমে প্রতি বছর যাকাতের টাকা দারিদ্র দূরীকরণের জন্য ব্যয় করা। যাকাতের টাকা দিয়ে দরিদ্রদেরকে রিকশা, গরু, সেলাই মেশিন বা কুটিরশিল্প জাতীয় কিছু কিনে দেয়া এবং যেন গ্রহীতা এগুলো বিক্রয় করতে বাধ্য না হয় সেজন্য তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা।

যাকাত প্রদানের মূলনীতি

ইসলামি শরীয়তে যাকাত প্রদানের জন্য কয়েকটি মূলনীতি রয়েছে। নিম্নে প্রধান দু'টি মূলনীতি তুলে ধরা হলো :

১. যাকাত প্রদানের মূলনীতি হলো তা ব্যক্তিকে প্রদান করতে হবে এবং প্রদানটি নিঃশর্ত হতে হবে। কোনো প্রকার শর্ত জড়িয়ে দিয়ে যাকাত আদায় করলে তা আদায় হবে না। যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ স্বত্ব, মালিকানা ও ব্যয়ের ক্ষমতা দিয়ে তা প্রদান

করতে হবে। ব্যক্তির পরিবর্তে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় তা দেয়া যেতে পারে যদি তারা সঠিক খাতে ব্যয় করার জন্য তা সংগ্রহ করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যাকাত প্রদানকারী মুসলিমের পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এটর্নি হিসেবে বিবেচিত হবেন। তাদের দায়িত্ব হলো সংগৃহীত যাকাত সঠিক খাতের ব্যক্তিদেরকে সঠিকভাবে প্রদান করা।

২. যাকাত ও সকল প্রকার দানের ক্ষেত্রে আরো একটি মূলনীতি হলো এর উপকার যত ব্যাপক হবে সাওয়াবও তত বেশি হবে। যেমন, যে কোনো মুসলিম দরিদ্রকে যাকাত প্রদান করা যাবে। তবে একজন দরিদ্র তালিবে ইলম বা আলিমকে যাকাত প্রদান করলে এ সাহায্য তাকে অধিকতর ইলম চর্চা ও প্রসারের সুযোগ দেবে, যা উক্ত যাকাত দ্বারা অর্জিত অতিরিক্ত উপকার। অনুরূপ দীনদার দরিদ্র মানুষকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় ছাড়াও দীন পালনে সহযোগিতা হবে। আবার কোনো পরিবারের প্রধান অভিভাবককে যাকাতের টাকা দিয়ে আয় করার ব্যবস্থা করে দিলে পরিবারের সকলে তার থেকে উপকৃত হবে।

যাকাতের সুষম বন্টন :

ইসলামে যাকাতের বিধান প্রদান করা হয়েছে এর সুষম বন্টনের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করে সমাজে শান্তি স্থাপন এবং সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ জন্য ইসলামী শরীয়তে যাকাতকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় গ্রহণ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বন্টনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামের শুরুর দিকে যেখানে মুসলিমগণ অভাবের কারণে দিনের পর দিন শুধু পানি বা খেজুর খেয়ে জীবন যাপন করছিল সেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাতের সুষম বন্টনের ভিত্তিতে তাদের সেই অভাব ও দারিদ্র্য দূর হয়ে যায়। এক পর্যায়ে খলীফা উমার বিন আব্দুল আযীযের সময়ে যাকাত গ্রহণকারী লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে সে অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করা হয়।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতিতে মুমিন অবশ্যই নিজের ফরয ইবাদাত নিজেই আদায় করবেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করলে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে যাকাত তার

পূর্ণ অবদান রাখতে পারছে না। কারণ দরিদ্র্য ব্যক্তি নগদ টাকা খরচ করে ফেলেন এবং তা উৎ পাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে পারেন না। তাই আমাদের উচিত কয়েকজন মিলে একত্রিতভাবে বা যাকাত ফাউন্ডেশন গঠনের মাধ্যমে বা যারা যাকাতের টাকা গ্রহণ করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণে তা ব্যয় করে তাদেরকে প্রদানের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টা করা। যাকাতের টাকা দিয়ে দরিদ্রদেরকে রিকশা, গরু, সেলাই মেশিন বা কুটিরশিল্প জাতীয় কিছু কিনে দেয়া এবং যেন গ্রহীতা এগুলো বিক্রয় করতে না হয় সেজন্য তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা।

মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি অ্যাডভান্সমেন্ট একমাত্র প্রতিষ্ঠান যারা বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাতের টাকা গ্রহণের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্যোগ নেয়। সুদমুক্ত আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের কার্য পরিচালনা করে আসছে এবং এ ক্ষেত্রে তারা সফল। আপনার যাকাতের অর্থ অথবা পরামর্শ অথবা প্রকল্প ভিজিটের মাধ্যমে মসজিদ কাউন্সিলকে সহায়তা করতে পারেন। আল্লাহর আপনাদের কল্যাণ ও মঙ্গল করুন। আমীন।

মসজিদ কাউন্সিলে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা:

মসজিদ কাউন্সিল, হিসাব নম্বর : MSA-১০২৬২ (অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারবেন)

ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, উত্তরা শাখা, ঢাকা

তাছাড়া মসজিদ কাউন্সিলে যোগাযোগ করলে লোক পাঠিয়ে অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থাও রয়েছে।

যোগাযোগের ঠিকানা : ১৫ সোনারাগাঁও জনপথ (৪র্থ তলা), সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

ফোন : ৮৮-০২-৮৯৫৪৩০৫, ০১৭৩৩-০৬৭২৬৮, ০১৮১৯-২২৭৬৭১ ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৯২২০০৮;

Email: macca@dhaka.net, Web: www. masjidcouncilbd.org

প্রিয় কবিতা

নির্ভরতার চাবি

জাকির আবু জাফর

তুমি আছো বলে আমি আছি এই পৃথিবীতে
আজো বুকে তুলি স্বরচিত সকালের রৌদ্রময় শিশির
আমার স্বপ্নের উষ্ণতায় এসব শিশিরে ভাসে ঘাসের হৃদয়
এমনই হৃদয় নিয়ে চেয়ে থাকি আজীবন সেই তোমার অসীম ঐশ্বর্যের দিকে

অপলক আমি জেগে থাকি তোমার রূপের রহস্যের দিকে
তোমার অব্যক্ত সুন্দরের প্রতি আমার পক্ষপাত আজীবন
যে দিকে তাকাই দেখি তুমি ফুটে আছো আনন্দের বিস্ময়ে
দেখে দেখে কেঁপে ওঠে আমার হৃদয়ের পাপড়ি
তোমার পথের ধূলায় এত চিহ্ন এত চৈতন্যের দর্শন
এসবই সম্পদশালী আমার ভুবন জুড়ে
আমাকে একবার দাও তোমার নির্ভরতার চাবি

সোনালী চাঁদের মায়াবি মুখ

শরীফ আবদুল গোফরান

সুগন্ধী বাতাস বইছে বিস্তীর্ণ চরে
আছড়ে পড়ছে ফেনিল ঢেউ
জোছনা মাখা হাসিতে মৃত্তিকা বৃক্ষের মতো
মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দেয়
সোনালী চাঁদের মায়াবি মুখ
প্রজাপতির ডানায় ডানায়
দ্বারে দ্বারে পৌঁছে যায় আলোর সন্দেশ
অবসাদগ্রস্ত অধরার অনশন বার্তা
চারদিকে বেজে ওঠে সিয়ামের গান
সেজদায় নত হয় গোটা মাখলুকাত
খোঁজে বরকতময় কদরের রাত
রূপালী আলোয় গা এলিয়ে
সাঁতার কেটে কেটে এগিয়ে যায় সম্মুখে
পান করে মধুর সুধা
আবছা আঁধারে পাহাড়ের গায়ে
আকাশ আঁকে
অপেক্ষায় শুধু কামিনীর হাসি মাখা
সোনালী ভোর।

*** **

ইবাদত

যিকির ও দোয়া

মাওলানা তাজুল ইসলাম

দশ

প্রিয় পাঠক ও পাঠিকা, একজন মু'মিনের সকল কাজ-কর্ম যা সে তার রবকে কেন্দ্র করে সম্পন্ন করে থাকে তা-ই যিকির। কুরআন ও হাদীসে যিকিরকে এভাবে ব্যাপক অর্থে দেখানো হয়েছে। ঈমান আনা, সালাত আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, সিয়াম পালন করা, হজ্ব আদায়, হারাম পরিহার করা, পাপকে ঘৃণা করা ইত্যাদি সকল প্রকার ইবাদতই যিকির। আবার এর অতিরিক্ত তাহলীল, তাসবীহ, দোয়া ইত্যাদিও যিকিরের মধ্যে গণ্য। যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, শয়তান অপসারিত হয়, মানসিক অস্থিরতা দূরীভুত হয়, অন্তর প্রশান্ত ও উজ্জীবিত হয়, চেহারা উজ্জ্বল হয়, রিযিক বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য অর্জিত হয়, বান্দাহ ও তার রবের মধ্যকার একাকীত্ব দূর হয়ে যায়, গুনাহসমূহ ঝরে যায়, কঠিন বিপদ থেকে প্ররিত্রাণ লাভ হয়। আবার যিকিরের কারণে শান্তি বর্ষিত হয়, রহমত তাকে ঢেকে ফেলে এবং ফেরেশতাগণ তাকে বেষ্টন করে রাখে। কিয়ামতের কঠিন বিপদে এ যিকিরই হবে আমাদের অন্যতম সঙ্গী। কিয়ামতের দিন যখন সূর্য আমাদের একেবারে কাছাকাছি চলে আসবে এবং আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না তখন আমরাই আল্লাহর আরশের নিচে আশ্রয় লাভে ধন্য হবো ইনশা আল্লাহ।

যিকির সবচেয়ে সহজ ও কম কষ্টকর ইবাদাত; তা সত্বেও এর মধ্যে দাস আযাদের সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে এবং এর দ্বারা এতোসব প্রতিদান অর্জিত হয় যা অন্য কোনোটি দ্বারা অর্জিত হয় না। অন্তরের ইচ্ছা ও সংকল্পের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হয় তাতে ঐক্য সৃষ্টি করে এ যিকির। অন্তরের মধ্যে যে অস্থিরতা, অশান্তি, চিন্তা ও আফসোস জমাট বাঁধে সেগুলোর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এ যিকির। তা নিফাক তথা মুনাফিকী বৈশিষ্ট্য থেকে নিরাপদে রাখে। তা অন্তরের নিষ্ঠুরতাকে বিদূরিত করে দেয়, অর্জিত হয় আল্লাহর অনুগ্রহ এবং ফেরেশতাদের দোয়া। আবার তা জটিলকে করে দেয় সহজ, কষ্টকে করে দেয় লাঘব এবং কাজকে করে

তোলে সহজলভ্য। তেমনি নিরাপত্তা লাভের ক্ষেত্রে এর রয়েছে চমৎকার প্রভাব, যে ব্যক্তি বেশি পরিমাণে ভয় পায় তার জন্য এটি খুবই উপকারী। শত্র "র বিরুদ্ধে সাহায্য লাভের অন্যতম মাধ্যম এ যিকির। তা শত্র "কে প্রতিহত করার সাহস যোগায়। আবার এ যিকির হলো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মূল নিদর্শন। যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করলো না সে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো না। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানী সেই ব্যক্তি যার জিহবা সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে। উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. সর্বদা আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকতেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিম। সর্বদা আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকার অর্থ এই নয় যে, সর্বদা মুখে তাসবীহ, তাহলীল, সালাত, ইবাদাত ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকা। বরং এর অর্থ হলো, সকল কাজে আল্লাহকে স্মরণ রাখা। যেমন আমাদের দৈনন্দিনের কাজগুলোর ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আলহামদু লিল্লাহ বলা, আশ্চর্য কিছু শুনার পর বা আল্লাহর পবিত্রতা প্রকাশে সুবহানাল্লাহ বলা, উপরে উঠতে আল্লাহু আকবার বলা, নিচে নামতে সুবহানাল্লাহ বলা, কেউ উপকার করলে জাযাকাল্লাহু খায়রান বলে তার জন্য দোয়া করা এবং কেউ হাদিয়া দিলে বারাকাল্লাহু ফী-কা বলা। অনুরূপ যানবাহনের দোয়া, টয়লেটে ঢোকার ও তা থেকে বের হওয়ার দোয়া, সকাল-সন্ধ্যার তাসবীহ, ঘুমানের দোয়া ও জাগ্রত হওয়ার পর পঠিত দোয়া ইত্যাদি প্রতিদিন আমল করাই হলো সর্বদা যিকিরে লিপ্ত থাকা।

প্রতিদিনের যিকিরের অন্যতম একটি উদাহরণ হলো, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত। মহান আল্লাহ বলেন, "আমার যিকিরের জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর" । সূরা ২০ ত্বহা, আয়াত-১৪। আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে উঠে তার স্ত্রীকে জাগাবে এবং দু'জনেই দু'রাকআত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করবে, আল্লাহর দরবারে তারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক যিকিরকারী ও যিকিরকারিণীগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন। সুনান আবু দাউদ : ১৪৫১। হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী তাহাজ্জুদের সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির। দুই রাকাআত তাহাজ্জুদ আদায় করে আল্লাহর দরবারে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক যিকিরকারী হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারি। সালাতে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের রবের সাথে কথা বলে থাকি। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মাধ্যমে আমরা পাঁচবার আল্লাহর নিকট আমাদের মনের

আবেগ উপস্থাপন করে নিজের চাহিদা পূরণের সুযোগ পেয়ে থাকি। রমযানের মাসে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পাশাপাশি তাহাজ্জুদের সালাতের প্রতি আমরা সচেতন থাকবো। রাতের শেষ তৃতীয়াংশে সাহরী খাওয়ার জন্য উঠতেই হয়, একটু আগেই না হয় উঠে যাবো এবং সাধ্য অনুযায়ী তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করবো। মু'মিনের জন্য রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মুহূর্ত। কারণ, সে সময়টিতে তারা আল্লাহর নিকট মা প্রার্থনা করে থাকেন। আল্লাহ তা 'আলা মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, "তারা শেষ রাতে সাহরীর সময় ক্ষমা প্রার্থনা করে" । সূরা ৫১ যারিআত, আয়াত-১৮। জান্নাতের বার্তাবাহক রমযানের এ মাসে প্রতিটি মু'মিনের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হলো ইফতারের পূর্ব মুহূর্তটি। ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে রোযাদারের দোয়া কবুল করা হয় বলে রাসূলুল্লাহ স. সুসংবাদ দিয়েছেন। এ মুহূর্তটি যেন অবহেলায় ও ইফতারের আয়োজনেই কেটে না যায় সেদিকে সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তারাবীর সালাতের প্রতিও আমাদের সচেতন থাকতে হবে। এটি রমযান মাসের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষ এক যিকির ও ইবাদাত যা শুধু এ মাসেই আদায় করার সুযোগ পেয়ে থাকি। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে সাওয়াবের আশায় রমাযান মাসে তারাবীর সালাত আদায় করে তার বিগত জীবনের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। সহীহ বুখারী ৩৭ ও সহীহ মুসলিম ৭৫৯।

সালাতের ন্যায় কুরআন তিলাওয়াত অন্যতম একটি যিকির। মহান আল্লাহ বলেন, আমি তোমার প্রতি যিকির নাযিল করেছি যেন তুমি মানবজাতিকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দাও তাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তা। সূরা আম্বিয়া, আয়াত-৫০। নফল ইবাদাতসমূহের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতই অন্যতম। রমযানের এ মাসে আমরা বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করবো। প্রতিদিন একটি সময় নির্ধারণ করে যে সময়টিতে বুঝে বুঝে কুরআন পড়বো। হোক তা সামান্য পরিমাণ, কিন্তু যতটুকু পড়বো তা বুঝে বুঝে পড়বো। এ কুরআন মানব জাতির একমাত্র সংবিধান যা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। না বুঝে পড়লে এটি পাঠানোর পিছনে আল্লাহর যে উদ্দেশ্য তা সাধিত হবে না। এ কারণেই মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, বরকতময় কিতাব যা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তারা এর আয়াতগুলো

নিয়ে গবেষণা করে এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। সূরা ৩৮ স-দ, আয়াত-২৯।

আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই, আল্লাহর নারাজি থেকে বাঁচতে চাই। আমরা এ পৃথিবীতে কল্যাণ চাই, চাই আখিরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি। চাই আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত। রমযানের মাস আমাদের সম্মুখে এ সব সুসংবাদ নিয়ে হাজির হয়েছে। আমরা কেউই যেন তা থেকে বঞ্চিত না হই। যে ব্যক্তি রমাযান মাস পেয়েও নিজের গুনাহ ক্ষমা করাতে পারলো না তার চেয়ে হতভাগা আর কে হতে পারে।

রমযান মাসের রাতগুলোতে বিশেষ করে শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে আমরা বেশি বেশি একটি দোয়া পড়তে পারি। দোয়াটি যারা জানা নেই তিনি মুখস্থ করে নিবেন বলে আশা পোষণ করছি। দোয়াটি হলো, "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওউন, তুহিব্বুল আফওয়া, ফা 'ফু আন্নী" অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা পছন্দ কর, কাজেই আমাকে ক্ষমা করো। আয়িশা রা. রাসূলুল্লাহ স.কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি বুঝতে পারি এ রাতটি লাইলাতুল কদর তাহলে আমি কোন দোয়া পড়বো? তখন রাসূলুল্লাহ স. তাকে এ দোয়াটি শিখিয়ে দেন। (সুনান তিরমিযী : ৩৫১৩।)

মাসিক জিজ্ঞাসায় প্রকাশিত যিকির ও দোয়া বিভাগের জন্য পাঠক-পাঠিকাদের একটি ফোরাম গঠন করা হয়েছে, সে কথা আপনারা জানেন। আপনিও হতে পারেন এ ফোরামের একজন সদস্য। সদস্য হওয়ার জন্য এরই শেষে দেয়া 'যিকির ও দোয়ার গ্রাহক ফর্ম'-এ নিুের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে মাসিক জিজ্ঞাসা ঠিকানায় পাঠাতে হবে ইনশাআল্লাহ।

১. রমাযানের রোযাগুলো ঠিকমত রেখেছি আমরা কতজন?
২. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যথাযথ আদায় করেছি কতজন?
৩. অর্থ বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করেছি কতজন?
৪. কদরের রাতে পঠিত দোয়াটি মুখস্থ করে সে অনুযায়ী আমল করেছি কতজন?

একটা বিষয় আমরা খেয়াল রাখি, যিকিরের উপকারিতা অর্জিত হয় তা বেশি বেশি আমল করার মাধ্যমে, তার মর্ম ও দাবী অনুধাবনের মাধ্যমে, নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যায় যিকির করার মাধ্যমে, নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট যিকিরসমূহ আমল করার মাধ্যমে এবং বিদআত ও শরীয়তের বিরুদ্ধাচারণ থেকে হেফাযত থাকার মাধ্যমে। আজকে এ পর্যন্তই। আগামি সংখ্যায় আবার কথা হবে ইনশাআল্লাহ। (চলবে.....)

সাক্ষাৎকার

সিরীয় জনগণ আর পিছপা হবে না, আন্দোলন অব্যাহত থাকবে

সাক্ষাৎকারে সিরিয়ার ইখওয়ান নেতা রিয়াদ আল শাকফা

ইখওয়ানুল মুসলিমুন সিরিয়ার সেক্রেটারী জেনারেল মোহাম্মদ রিয়াদ আল শাকফা বলেছেন, সিরীয় জনগণ আর পিছপা হবে না এবং বাশার আল আসাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন তথা বিপ্লব অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, সিরিয়ার বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে আলোচিত হয়ে এর একটি চূড়ান্ত সমাধান হওয়া উচিত। বর্তমান শাসকদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির যে কোন প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সিরিয়া প্রশ্নে ইরানী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং হেজবুল্লাহর প্রতি তাদের কোন আস্থা নেই বলে জানান। সিরিয়ার পরিস্থিতি এখন সংকটজনক পর্যায়ে রয়েছে। প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। বিদ্রোহীরা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এবং তাদের সাফল্যের পাল্লা ভারী হচ্ছে। আরব লীগের সমাধান প্রস্তাব বাশার সরকার নাকচ করে দেয়ায় সংকট গুরুতর রূপ লাভ করে। ইতিমধ্যে লড়াইয়ে উভয় পক্ষের বহু লোক নিহত হয়েছে। এমনকি একদিনে ৩০০ লোক নিহত হয়েছে। আরব বসন্তের জের ধরে সিরিয়ায় গণতন্ত্রপন্থীদের আন্দোলন চলছে। এই ধারায় ইসলামী শক্তি যে যুক্ত হয়েছে ইখওয়ান নেতার এই বক্তব্যেই তা স্পষ্ট।

সম্প্রতি দেয়া সাক্ষাৎকারে ইখওয়ান নেতা শাকফা বিস্তারিত তুলে ধরেন।
অন্যান্য আরব দেশের মতো সিরিয়াতেও ইখওয়ান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৯৪০ এর দশকে সিরিয়ায় ইখওয়ানুল মুসলিমুন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে বিভিন্ন সময়ে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়েছে একে। ১৯৪৩ সালে ইখওয়ান নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৮২ সালে হামা গণ অভ্যুত্থানে সরকারী বাহিনীর হাতে অন্তত ১০ হাজার ইখওয়ান সদস্য নিহত হয়। এরপর কার্যত ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে আসে ইখওয়ান। বহু নেতাকে হত্যা জেল জুলুম মোকাবেলা করতে হয়েছে। ১৯৯৬ থেকে ২০১০ পর্যন্ত আলী সদর আল বায়ানুনি ইখওয়ানের নেতা ছিলেন। মোহাম্মদ রিয়াদ আল শাকফা ১৯৪৪ সালে হামায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন এবং ১৯৬৮ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিএ ডিগ্রী লাভ করেন। আশির দশকে ইরাকে অবস্থানকালে তার উপর হামলা হলে তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। ২০০৮ থেকে তিনি ইয়েমেনে বসবাস করেন এবং এরপর থেকে তুরস্কে রয়েছেন। দলটির

নানা চড়াই উৎরাইয়ে মোহাম্মদ রিয়াদ আল শাকফা বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেন এবং ২০১০ সাল থেকে তিনি সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সিরিয়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞ আলী হোসের বাকির শাকফার এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ:

প্রশ্ন: আরব পর্যবেক্ষকরা সিরিয়ায় তাদের মিশন পরিচালনা করতে পারছেন না। কার্যত এরপর কি ব্যবস্থা নেয়া উচিত দেশটির বিরুদ্ধে?
উত্তর: আমরা নিরপরাধ সাধারণ লোকদের রক্ষার বিষটিকে গুরুত্ব দিই। আমরা মনে করি বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে আলোচিত হওয়া উচিত। সিরিয়া প্রশাসন নিবর্তনমূলক নীতি গ্রহণ করেছে এবং দমনমূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছে। তারা কার্যত সময় ক্ষেপণ করতে চায়। বিক্ষোভকারীদের উপর ভয়াবহ নির্যাতনের ফলে এর একটা সমাধানের দিকে যাওয়ার সময় হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি সিরীয় জনগণকে আর পিছনের দিকে ফিরে যাওয়ার সময় নেই- তারা যা চায় তা না হওয়া (বাশারের পতন) পর্যন্ত আন্দোলন বিক্ষোভ অব্যাহত রাখবে। আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বলতে চাই, সিরিয়ার শাসকদের বাদ দিয়ে সবকিছু করুন। আপনাদের রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করুন, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রাখুন এবং সরকার সমর্থকদের কার্যক্রমের সীমানা সংকুচিত করে আনুন।

প্রশ্ন: সাধারণ মানুষকে রক্ষায় আপনি নো-ফ্লাই জোন করার দাবী জানিয়েছেন। তুরস্ক কি এই প্রস্তাব মেনে নেবে বলে মনে করেন? চীন ও রাশিয়ার বিরোধিতার ফলে এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে কি?
উত্তর: আমরা বিষয়টি নিয়ে তুর্কী কর্মকর্তাদের সঙ্গে এখনো পর্যন্ত কথা বলিনি। তবে আমরা মনে করিনা বেসামরিক লোকদের রক্ষার জন্য নিরাপত্তা পরিষদে কোন প্রস্তাব পেশ হলে তুরস্ক তার বিরোধিতা করবে।

প্রশ্ন: বিরোধী দলগুলোর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। জনসাধারণও বলছে, সিরিয়ার বিরোধী দলগুলো ভারসাম্যপূর্ণ মনোভাব অনুসরণ করতে পারছে না। এই বক্তব্যের মূল্যায়ন কিভাবে করবেন?
উত্তর: আমরা মনে করি বিরোধী দলের ভূমিকার চেয়ে জনসাধারণের প্রাণহানির বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের এই চরম আত্যাগের সমান আর কিছু নেই।

সিরিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিল ও ইখওয়ানুল মুসলিমিন বা মুসলিম ব্রাদারহুডের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, সিরিয়ার অবস্থা এখন খুবই উত্তপ্ত। বাশার আল আসাদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি বা শাসকদের সঙ্গে সংলাপ শুরু করার মতো পরিস্থিতি এখন আর নেই এবং এতে কোন সমাধানও হবে না। এখন একমাত্র সমাধান এই শাসকদের ক্ষমতা থেকে বিদায় করা।

প্রশ্ন: এ মর্মে গুজব আছে যে, দেশটির প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ কমে এলে সিরীয় শাসকরা ইসরাইলের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করবে। এ ব্যাপারে আপনার মূল্যায়ন কি?
উত্তর: এ বিষয়ে বিস্তারিত আমাদের জানা নেই। তবে বাশার আল আসাদের জ্ঞাতি ভাই রামি মাখলুফকে বলতে শুনেছি সিরিয়ার উপর ইসরাইলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার বিষয়টি নির্ভরশীল।

প্রশ্ন: গত জানুয়ারিতে সিরিয়ার বৈদেশিক গোপন কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থা আল কুদস ফোর্সের নেতা কাসেম সুলেমানি বলেছিলেন, সিরিয়ার জনগণ সিরিয়ার শাসকদেরকে পুরোপুরি সমর্থন করে। তিনি আরও বলেন, বিরোধী দল বিপুল সংখ্যক লোক নিয়ে কোন বিক্ষোভের আয়োজনও করতে পারেনি। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?
উত্তর: সিরিয়ায় বর্বর নির্যাতনের কারণে জনগণ প্রতিবাদ বিক্ষোভের আয়োজন করতে পারছে না, তারা তাদের ব্যক্তিগত মতামতও দিতে পারছে না। আর একই কারণে বড় ধরনের বিক্ষোভ কর্মসূচীও নেয়া যাচ্ছে না। উদাহরণ দিলে বলি, হামা শহরের গভর্নর বিক্ষোভরত জনসাধারণের উপর হামলা নিষিদ্ধ করার পর হামার বিপুল জনসাধারণ প্রতিবাদ বিক্ষোভে অংশ নিতে রাস্তায় নেমে আসে। এরপর শাসকরা এই গভর্নরকে সরিয়ে দিলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। নতুন গভর্নর নিরাপত্তা বাহিনী ও সরকার সমর্থক আধা সামরিক বাহিনী শাবিহাকে বিক্ষোভকারীদের দমনের নির্দেশ দেন।

প্রশ্ন: সিরিয়ার ব্যাপারে ইরানের ভূমিকাকে কিভাবে দেখছেন?
উত্তর: আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে যে, ইরান সিরিয়া সরকারকে অস্ত্র ও গোলা বারুদ সরবরাহ করছে। বাশার আল আসাদের সরকারকে রক্ষায় নিবর্তনমূলক কাজে ইরানী বিশেষজ্ঞরা সহায়তা করছে বলেও আমরা জানি।

প্রশ্ন: আমরা জানতে পেরেছি, বিক্ষোভ বন্ধ করলে আপনাদেরকে বাশার আল আসাদের অধীনে একটি সরকারের অংশ গ্রহণের ব্যাপারে ইরান প্রস্তাব দিয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলবেন কি?
উত্তর: প্রথম বলে রাখি যে, আমাদের ইরানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই বা সংলাপ হয়নি। মুসলিম ব্রাদারহুড ইরানের সঙ্গে সংলাপে যেতে রাজী নয় এবং এ ধরনের কোন সরাসরি প্রস্তাবও পায়নি। কেননা সিরিয়া সরকারকে সমর্থনে ইরানের যে মনোভাব তা আমরা প্রত্যাখ্যান করি। আমরা তাদের কোন মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকাও চাইনা।

প্রশ্ন: হিজবুল্লাহ সংগঠন বলেছে, সিরীয় বিপ্লবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল লাভবান হচ্ছে। প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ নিচ্ছে বলে জনগণের উচিত সরকারকে সমর্থন করা। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?
উত্তর: হিজবুল্লাহ সিরিয়া সরকারের সমর্থক বলে আমাদের পক্ষে তাদের জন্য কোন বক্তব্য থাকা উচিত নয়। তারা যে প্রতিরোধ এর কথা বলছে তা সত্যি হলে সিরীয় জনগণের সঙ্গেই তাদের থাকা উচিত- কেননা তারা নির্যাতিত হচ্ছে। তারা যতদিন পর্যন্ত সরকারের সমর্থন হয়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাদের উপর আমাদের কোন আস্থা নেই। হেজবুল্লাহ তাদের মনোভাব পরিবর্তন করলে আলোচনা হতে পারে।

প্রশ্ন: অনেকে মনে করে মুসলিম ব্রাদারহুড সংখ্যালঘুদের জন্য হুমকি এবং বাশার আল আসাদের পতন হলে সিরিয়ায় চরমপন্থী মুসলমানদের দখলে যাবে সবকিছু। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?
উত্তর: আমরা মুসলমান। শান্তি ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করেই আমাদের ধর্ম। ব্রাদারহুডের ইতিহাস তার প্রমাণ। হাসানুল বান্নার সময়ে মিসরে অন্য ধর্মের লোকেরাও ব্রাদারহুডেল অফিসে কাজ করেছে। অতীতে সিরিয়ায় ব্রাদারহুডের তালিকা থেকে খ্রীস্টান প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। আমরা সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু এই

মনোভাবে বিশ্বাসী নয়। আমরা নাগরিকত্ব নীতিতে বিশ্বাসী- প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকার ও দায়দায়িত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন: ভবিষ্যতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেলে যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য দেশগুলোর সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কেমন হবে?
উত্তর: আমরা সকল দেশের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব দেখাতে চাই যতক্ষণ না তারা আমাদের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে। আমরা সবার সঙ্গে সংলাপ চাই এবং আমাদের দেশের জনগণের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া নতুন ব্যবস্থাকে আমরা ধরে রাখতে চাই। ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক দেশ প্রতিষ্ঠিত হলে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্বার্থের ভিত্তিতে অন্য দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নির্ণিত হবে। এর আলোকে আন্তর্জাতিক চুক্তি, সনদ ও কনভেনশন প্রণীত হবে।

মুসলিম বিশ্বের খবর

হরমুজ প্রণালী বন্ধে আবারও ইরানের হুমকি

নিজ দেশের ওপর থাকা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা না হলে নতুন করে আবারো হরমুজ প্রণালী বন্ধের হুমকি দিয়েছে ইরান। তবে কীভাবে এটা বন্ধ করা হবে সে বিষয়ে স্পস্ট করে কিছু জানা জানায়নি তেহরান। হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়া সংক্রান্ত একটি বিল বিবেচনা করছে দেশটির পার্লামেন্ট। দেশটির প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি বিষয়ক সিদ্ধান্তের ওপর পার্লমেন্টের নিয়ন্ত্রণ খুব কম এবং বিলটি প্রতীকি হলেও নতুন এ সিদ্ধান্তের জন্য সরকারের পরামর্শ প্রয়োজন। আইনপ্রণেতা জাভেদ কারিমি কুদ্দুসির বরাত দিয়ে ফারস সংবাদ সংস্থা জানায়, এ বিল অনুযায়ী, ইরানের বিরুদ্ধে আরোপিত সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকবে। এ মাসেই পার্লামেন্টে এ বিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে বলে অপর আইনপ্রণেতা সেইদ মেহদি মৌসাভিনেজাদের বরাদ দিয়ে সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে। এদিকে ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব স্টাফ হাসান ফিরোজাবাদি বলেন, “হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়া সংক্রান্ত যে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত ঊর্ধ্বতন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের উপদেশ অনুযায়ী দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আল খামেনির কাছ থেকে আসতে হবে।” ইরানের অপরিশোধিত তেল রপ্তানির ওপর পশ্চিমাদের আরোপিত নিষেধাজ্ঞার প্রতিক্রিয়ায় দেশটি বারবার এ প্রণালী বন্ধের হুমকি দিয়ে আসছে। সারা বিশ্বের মোট রপ্তানিকৃত তেলের ৪০ শতাংশই এ প্রণালী দিয়েই যায়। তেল রপ্তানি ছাড়াও ইরানের পরমাণু কর্মসূচির ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। পরমাণু অস্ত্র তৈরির জন্য ইরান এ কর্মসূচি চালাচ্ছে বলে পশ্চিমারা অভিযোগ করলেও তেহরান তা বরাবরবই অস্বীকার করে আসছে। প্রসঙ্গত ইরান ও ওমানের মধ্যবর্তী চার মাইল প্রশস্ত হরমুজ প্রণালী পারস্য উপসাগরকে বের হওয়ার একমাত্র জলপথ। এদিকে ইরানের এ হুমকি মোকাবিলায় নৌবাহিনীর একটি জাহাজসহ উপসাগরীয় এলাকায় নিজেদের উপস্থিতি বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথগুলো উন্মুক্ত রাখার জন্য নিয়মিত টহল দেয় যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী।

পাকিস্তানে নভেম্বরে নির্বাচন: রোডম্যাপ ঘোষণা ১৪ আগস্ট

পাকিস্তানে চলতি বছরের নভেম্বরে আগাম নির্বাচন হবে এবং প্রধানমন্ত্রী রাজা পারভেজ আশরাফ দেশটির আসন্ন স্বাধীনতা দিবসে (১৪ আগস্ট) নতুন নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করবেন। বিশেষ সূত্রের বরাত দিয়ে পাকিস্তানের ইংরেজি দৈনিক দ্য ডন এ খবর দিয়েছে। পাকিস্তান সরকারের মেয়াদ আগামী বছরের মার্চে শেষ হবে এবং তারপর দেশটিতে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা। পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন দল পিপলস্ পার্টি এবং প্রধান বিরোধী দল পাকিস্তান মুসলিম লীগ (নওয়াজ) বা পিএমএল- (এন) এ ব্যাপারে বৈঠক করেছে। বৈঠকে পিপিপি'র পাঁচ সদস্যের এবং মুসলিম লীগের সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এতে অংশ নেয়। এতে নির্বাচন পরিচালনার জন্য তত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিষয়ে দু'পক্ষই সম্মত হয়েছে। এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী পিপিপি বা পিএমএল-এলসহ কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হবেন না কিংবা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না। এ দুই প্রধান রাজনৈতিক দল অন্যান্য দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নির্বাচনী আচরণবিধি ঠিক করবে বলেও জানা গেছে। জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ হোসাইন হারুন এবং পাকিস্তান বার কাউন্সিলের সাবেক সভানেত্রী ও হিউম্যান রাইটস কমিশন অব পাকিস্তানের সাবেক চেয়ারপার্সন আসমা জাহাঙ্গীরকে তত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে কোনো কোনো সূত্র জানায়।

সিরিয়া সমস্যা সমাধানে ইরান সহযোগিতা করতে প্রস্তুত: সালেহি

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী আকবর সালেহী বলেছেন, সিরিয়ায় চলমান সমস্য সমাধানে দেশটির সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে বৈঠকের আয়োজন করতে তেহরান প্রস্তুত রয়েছে। তিনি ইরানের আরবি স্যাটেলাইট চ্যানেল আল আলমকে দেয়া সাক্ষাতকারে এ কথা বলেছেন। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিরিয়া বিষয়ে আরব লীগ ও জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি কফি আনান সাম্প্রতিক তেহরান সফরের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, সিরিয়ায় এখন যা ঘটছে তা মধ্যপ্রাচ্যসহ সারা বিশ্বের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে আলী আকবর সালেহি আরো বলেছেন, সিরিয়া সমস্যা সমাধানে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হলে এ সংকট মধ্যপ্রাচ্যের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে পারে। সিরিয়া সমস্যা সমাধানে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক

প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সিরিয়া বিষয়ে আরব লীগ ও জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি কফি আনান গত কয়েক মাস ধরে ব্যাপক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কফি আনানের প্রস্তাবিত ছয়দফা শান্তি পরিকল্পনা সিরিয়া সমস্যা সমাধানে আশার সঞ্চার করেছে। কফি আনান তার ছয়দফা শান্তি পরিকল্পনায় সিরিয়ায় সহিংসতা বন্ধ করে সব পক্ষের মধ্যে জাতীয় সংলাপ শুরুর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি এবং সংলাপ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য কফি আনানের আজ মস্কো সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে। বিভিন্ন দেশে কফি আনানের সফর থেকে বুঝা যায়, সিরিয়া সমস্যা সমাধানে মি. আনান তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু, একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, সিরিয়ায় চলমান সহিংসতা ও গণহত্যার ঘটনা দেশটির পরিস্থিতিকে আরো নাজুক ও জটিল করে তুলেছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম: সৌদিতে নতুন আইন হচ্ছে

সামাজিক গণমাধ্যমসহ যে কোন ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্ম অবমাননার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে নতুন এক আইন প্রণয়নের বিষয়ে বিবেচনা করছে সৌদি আরব। আইনটি প্রণীত হলে এটি লঙ্ঘনের জন্য কঠোর শাস্তি দেয়া হতে পারে। ১৫ জুলাই দেশটির আল-ওয়াতান সংবাদপত্র একথা জানায়। অজ্ঞাতসূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদপত্রটি জানায়, "ইসলামী শরিয়াহর সমালোচনা মোকাবিলায় আইন প্রণয়নের বিষয়টি পর্যালোচনার বিষয়ে আগামী দুই মাসের মধ্যে জানাবে শুরা কাউন্সিল।" এক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হতে পারে বলেও জানিয়েছে তারা। প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়, "গত কয়েক মাসে ইন্টারনেটের সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কে ইসলামি শরিয়ার সমালোচনা লক্ষ্য করা গেছে। তাই এ আইন প্রণয়ন জরুরি।" দেশটির বিশ্লেষক জামাল খাশোগি বলেন, এ আইনের জন্য জনসাধারণের মতামত প্রয়োজন। সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত পরামর্শক সংস্থা শুরা কাউন্সিলের মুখপাত্র এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে অবজ্ঞা করার কথিত অভিযোগে সৌদির ব্লগার ও কলাম লেখক হামজা কাশগারিকে (২৩) আটকের পাঁচ মাস পর সম্ভাব্য আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হলো। টুইটারে মন্তব্য প্রকাশের কয়েকদিন পর দেশ

ছেড়ে পালিয়ে যান কাশগারি। পরে তাকে নিউজিল্যান্ড যাওয়ার পথে মালয়েশিয়া থেকে গ্রেপ্তার করে সৌদি আরবে ফেরত পাঠানো হয়।

সিরিয়া ইস্যুতে পশ্চিমারা বিশ্বকে বিভ্রান্ত করছে: রাশিয়া

সিরিয়ার ওপর সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পশ্চিমাদেশগুলো চীন, রাশিয়াকে 'ব্ল্যাকমেইল' করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সারজি লেভরভ। ১৬ জুলাই রাজধানী মস্কোয় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই অভিযোগ করেন। সিরিয়া বিষয়ে কথা বলতে সিরিয়ায় জাতিসংঘ নিযুক্ত শান্তিদূত কফি আনানের রাশিয়া পৌঁছানোর কথা। সেখানে তিনি জাতিসংঘের সপ্তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সিরিয়ার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের বিষয় রাশিয়ার সমর্থন চাইবেন। কিন্তু এর আগ মুহূর্তে সংবাদ সম্মেলন করে নিজের অবস্থানের কথা জানান দিল রাশিয়া। আর এই সংবাদ সম্মেলনের মধ্যদিয়ে রাশিয়া পশ্চিমা দেশগুলোর দেয়া কূটনৈতিক চাপ থেকে নিজেকে দূরে সরালো। ব্ল্যাকমেইল সম্পর্কে রাশিয়ার মন্ত্রী বলেন, "আমাদেরকে বলা হয়েছিল আমরা যদি সিরিয়ার বিরুদ্ধে ৭ম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নতুন পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে সম্মত হওয়ার জন্য। তা নাহলে সিরিয়ায় পর্যবেক্ষণ মিশনে আরো লোকবল বাড়ানোর দাবিটিও প্রত্যাখ্যান করা হবে।" চীন ও রাশিয়া সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের সমর্থক। জাতি সংঘের নিরাপত্তা পরিষদেও আসাদ সরকারের পক্ষে কাজ করে দেশ দুটি।

তিউনিশিয়ার সাবেক স্বৈরশাসক বেন আলীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

তিউনিশিয়ার সাবেক লৌহমানব জয়নুল আবেদিন বেন আলীকে তার অনুপস্থিতিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে দেশটির একটি আদালত। তাকে ২০১১ সালের গণ-অভ্যুত্থানের সময় ৪৩ জন বিক্ষোভকারীকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তিউনিশিয়ার সামরিক আদালতের বিচারক হেদি আইয়ারি তার রায়ে বেন আলীর পাশাপাশি তার শাসনামলের প্রায় ৪০ শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাকেও বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দিয়েছেন। এদের মধ্যে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বিভাগের সাবেক প্রধান জেনারেল আলী সেরিয়াতিকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। বেন আলীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিক বেলহাজ কাসেমকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হলেও

অপর সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আহমেদ ফ্রিযাকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়েছে। আদালতে উপস্থিত নিহত ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজন সেরিয়াতি ও কাসেমের লঘুদণ্ডের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। এছাড়া ফ্রিয়াকে বেকসুর খালাস দেয়ারও নিন্দা জানিয়েছেন তারা। ২০১০ সালের ডিসেম্বরে তিউনিশিয়ার মার্কিন সমর্থিত স্বৈরশাসক জয়নুল আবেদিন বেন আলীর বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান শুরু হয়। সে আন্দোলনের জের ধরে ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে তার সরকারের পতন ঘটে। বেন আলী সস্ত্রীক সৌদি আরবে পালিয়ে যান। তিউনিশিয়ার সে ঐতিহাসিক গণ-বিপ্লবের সময় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে অন্তত: ৩০০ মানুষ নিহত হয়। বেন আলীকে এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি মামলায় কঠিন সাজা দেয়া হয়েছে। সরকারি সম্পদ আত্মসাদ, অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান এবং ক্ষমতার অবব্যবহারের তিনটি আলাদা মামলায় এর আগে তিউনিশিয়ার আদালত তাকে ৬৬ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল।

সংগ্রহে: আহমদ রাফিদ ফারহান

চয়ন

রাসূলের (সা:) যুগে নারী স্বাধীনতা

মূল: আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ

অনুবাদ: মওলানা আবদুল মুনয়েম

অধ্যাপক আবুল কালাম পাটওয়ারী

মওলানা মুনাওয়ার হোসাইন

॥ আটাইশ ॥

"সফিয়া বিনতে হুয়াই থেকে বর্ণিত। একবার তিনি রমযানের শেষ দশকে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাত করতে মসজিদে এসেছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (স) ইতিকাফে ছিলেন। তিনি কিছু সময় তার সাথে কথাবার্তা শেষ করে ঘরে ফেরার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাথে উঠলেন। সফিয়া যখন মসজিদে উম্মে সালামার দরজার কাছে পৌঁছলেন, তখন সেখান দিয়ে দু'জন আনসার পথ অতিক্রম করছিল, তারা রসূল (স)কে সালাম দিল। তারপর রসূল (স) তাদেরকে বললেনঃ ধীরে চল। এ হচ্ছে সফিয়া বিনতে হুয়াই। তখন তারা দু'জনে বলে উঠলঃ সুবহানাল্লাহ, হে আল্লাহর রসূল! ব্যাপারটি তাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হলো। এরপর রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় চলাচল করে। তাই আমার আশংকা হয়েছে হয়তো বা সে তোমাদের অন্তরে খারাপ কিছুর উদ্রেক করে দেবে। " (বুখারী ও মুসলিম)

"হযরত মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন রসূলুল্লাহ (স) সিজদা করতেন, তখন কনুই ও উরুর মাঝে এতটা ফাঁক করতেন যে পিছন দিক দিয়ে তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। আর যখন তিনি বসতেন, তখন বাম উরুর উপর শান্তভাবে বসতেন। " (মুসলিম)

"হযরত আসমা বিনতে আবু বকর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আমি হাউযে কাউসারের কাছে থাকাকালীন তোমাদের যারা আমার কাছে উপস্থিত হবে

তাদের দিকে চেয়ে থাকব। এক সময় দেখব, আমার পিছন থেকে কিছু লোককে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখন আমি বলব, হে আল্লাহ! এরাতো আমারই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। তখন বলা হবে, তুমি জান তোমার পরে এরা কি কাজ করেছে? আল্লাহর শপথ! এরা জাহেলী যুগে ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টাই করেছিল। " (বুখারী ও মুসলিম)

"হযরত আসমা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছেঃ চন্দ্রগ্রহণের সময় আমাদের দাসমুক্তির নির্দেশ দেয়া হতো। অপর এক বর্ণনায় এসেছেঃ রসূলুল্লাহ (স) সূর্যগ্রহণের সময় দাসমুক্তির আদেশ দিতেন। " (বুখারী)

"উম্মে সুলাইম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (স) তাঁর কাছে আসতেন এবং বিশ্রাম নিতেন। উম্মে সুলাইম তাঁর বিশ্রামের জন্য চাদর বিছিয়ে দিতেন। রসূলুল্লাহ (স) খুব বেশী ঘামতেন। তিনি এই ঘাম সুগন্ধি মিশিয়ে পাত্রে সংগ্রহ করে রাখতেন। তা দেখে রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেনঃ হে উম্মে সুলাইম, তুমি কি করছ? জবাবে তিনি বললেনঃ আপনার ঘাম আমি সুগন্ধির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করি। " (মুসলিম)

"উম্মে আতিয়্যাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি পুরুষদের বাহনের পেছনে থাকতাম এবং তাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতাম আর রোগী ও আহতদের সেবা-শুশ্রƒষা করতাম। "

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (স) আমাদের বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে যাবে, তখন যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে। " (মুসলিম)

"উম্মে শুরাইক থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে সাপ মারার হুকুম দিয়েছেন। " (বুখারী ও মুসলিম)

"খাওলা বিনতে হাকীম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবতরণ করে বলবেঃ

আউযুবিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তি মিন শাঁরি মা খালাক
অর্থাৎ 'আল্লাহর সৃষ্টি সকল অনিষ্টকর বস্তু থেকে পূর্ণ প্রশংসার মাধ্যমে তাঁর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি', তাহলে কোন বস্তুই ঐ স্থান থেকে অন্যত্র যাওয়া পর্যন্ত তার ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। " (মুসলিম)

"উম্মুল হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে বিদায় হজ্জ করেছি। সেখানে তিনি অনেক কিছুই বলেছেন। তন্মধ্যে একটি কথা হলো, যদি কোন নাক কাটা দাসও তোমাদের নেতা নিযুক্ত হয়, (রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন) নাক কাটা কৃষ্ণাঙ্গ গোলাম তোমাদের নেতা নিযুক্ত হয় এবং আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত অনুযায়ী তোমাদের পরিচালনা করে, তবে তোমরা তার কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে। " (মুসলিম)

"উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছিঃ মার্জিত ভাষা প্রয়োগ করে যে ব্যক্তি মানুষের বিবাদ মীমাংসা করে দেয় তাকে মিথ্যাবাদী বলা যায় না। " (বুখারী ও মুসলিম)

"হযরত উম্মে হানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মক্কা বিজয়ের বছর আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়েছিলাম। তখন তিনি গোসল করছিলেন আর তাঁর কন্যা ফাতিমা তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, কে ওখানে? আমি বললাম, আমি আবু তালিবের কন্যা উম্মে হানী। তিনি বললেন, উম্মে হানীকে স্বাগতম। গোসল শেষ হলে তিনি আট রাকাআত সালাত একই কাপড় জড়িয়ে আদায় করলেন। " (বুখারী ও মুসলিম)

"ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মুগীরার সাথে আমার বিবাহ হলো। তিনি ছিলেন তখনকার কুরাইশদের উত্তম যুবক। আর তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে প্রথম

জিহাদেই শাহাদাত বরণ করেন। আমি বিধবা হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আউফ আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। অপরদিকে রসূলুল্লাহ (স) তাঁর ক্রীতদাস উসামা ইবনে যায়েদের জন্য প্রস্তাব পাঠালেন। আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর এই কথাটি শুনতে পেয়েছিলাম যে, তিনি উসামা সম্পর্কে বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে সে যেন উসামাকে ভালবাসে। যখন তিনি আমার সাথে এই ব্যাপারে কথা বললেন, তখন আমি বললামঃ আমার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আপনার হাতে ন্যস্ত, আপনি যাকে ভাল মনে করেন তার সাথেই আমাকে বিবাহ দিতে পারেন। " মুসলিম

"উম্মে হিশাম বিনতে হারেসা ইবনে নো'মান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি সূরা "ক্বাফ " রসূলুল্লাহ (স) এর পবিত্র জবান থেকে শুনে মুখস্থ করেছি। প্রতি জুমআর খুতবায় তিনি এই সূরা পাঠ করতেন। রসূলুল্লাহ (স)-এর রুটি তৈরি করার চুলো এবং আমাদের চুলো একই ছিল। " (মুসলিম)

"রবী বিনতে মুআওয়ায থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (স) আশূরার দিন সকালবেলা আনসারদের মহল্লায় লোক পাঠিয়ে ঘোষণা দিলেনঃ যে সকাল বেলা খাওয়া-দাওয়া করেছে সে যেন দিনের বাকী অংশে খাওয়া-দাওয়া না করে। আর যে রোযা রেখেছে সে যেন রোযা অবস্থায়ই থাকে। এরপর থেকে আমরা আশূরার রোযা নিয়মিত রাখতাম। আমাদের ছেলেমেয়েদেরকেও রোযা রাখাতাম। রঙিন পশম দিয়ে তাদেরকে খেলনা বানিয়ে দিতাম। কেউ খাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করলে, তাকে তা দিতাম, এইভাবে ইফতার পর্যন্ত চলতো। " (বুখারী ও মুসলিম)

সামষ্টিক ইবাদাতে মহিলাদের অংশগ্রহণ

ফরয সালাত

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মুমিন মেয়েরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে পশমী চাদর মুড়ি দিয়ে ফজরের সালাতে অংশগ্রহণ করতো। সালাত শেষে তারা যখন ঘরে ফিরতো, তখন অন্ধকারের কারণে কেউ তাদের চিনতে পারতো না।" (বুখারী ও মুসলিম)

সালাতুল খুসুফ: (চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের সালাত)

"হযরত আসমা বিনতে আবু বকর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সূর্য গ্রহণের সময় আমি নবী সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে এসে দেখতে পেলাম লোকেরা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে এবং তিনিও তাদের সাথে সালাতে রত রয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকদের কি হয়েছে? তিনি হাত দিয়ে আসমানের দিকে ইঙ্গিত করে "সুবহানাল্লাহ" বললেন। আমি তখন বললাম এটা কি কোন বিশেষ নিদর্শন? তিনি ইশারায় হ্যাঁ বললেন। তখন আমিও সালাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকায় আমার বেহুশ হওয়ার মতো অবস্থা হলো। আমি মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। যখন রসূলুল্লাহ (স) সালাত শেষ করলেন, তখন আল্লাহর প্রশংসা করে তিনি ভাষণ দিলেন এবং বললেন...।" (বুখারী ও মুসলিম)

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ইন্তিকাল করলেন, নবী সহধর্মিনীগণ তাঁর কফিন মসজিদে নিয়ে আসার জন্য খবর পাঠালেন, যাতে তাঁরা সালাতে জানাযা পড়তে পারেন। লোকেরা তাই করল। তাদের গৃহের সামনে কফিন রাখা হলো এবং তারা সালাতে জানাযা পড়লেন।" (মুসলিম)

এমনিভাবে রসূলুল্লাহ (স)-এর জানাযায়ও মহিলারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইমাম নববী বলেনঃ (অধিকাংশ আলেমদের মতে সঠিক কথা হচ্ছে এই যে, সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ

(স)-এর জানাযা ভিন্ন ভিন্নভাবে আদায় করেছেন। নিয়ম ছিল এইঃ এক এক দল লোক ঢুকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সালাতুল জানাযা আদায় করে বেরিয়ে আসত। তারপর পর্যায়ক্রমে মহিলা ও শিশুরা সালাত আদায় করেছে।

"নবী সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন। এরপর তাঁর স্ত্রীগণও ই'তিকাফ করেছেন। (বুখারী)

হজ্জ

"হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আমার অসুস্থতার কথা জানালাম। তিনি বললেন, তুমি লোকদের পিছনে আরোহী অবস্থায় তওয়াফ কর। আমি তওয়াফ করার সময় তাঁকে বায়তুল্লাহর সন্নিকটে সালাত আদায় করতে দেখলাম। তিনি সূরা তূর তেলাওয়াত করছিলেন। " (বুখারী ও মুসলিম)

"উম্মুল ফযল বিনতে হারেস থেকে বর্ণিতঃ কতিপয় লোক আরাফার দিনে রসূলুল্লাহ (স)-এর সওম পালন সম্পর্কে মতভেদ করল। কেউ বললো, তিনি সওম অবস্থায় আছেন, আবার কেউ তা অস্বীকার করলো। তখন আমি তাঁর খেদমতে এক পেয়ালা দুধ পাঠিয়ে দিলাম। তিনি উটের পিঠে দাঁড়ানো অবস্থায় দুধ পান করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

"ইয়াহইয়া ইবনুল হুসাইন তাঁর দাদী উম্মুল হুসাইন থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, বিদায় হজ্জে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। যখন তিনি জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করে যাচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁকে দেখেছিলাম। " (মুসলিম)

সাধারণ সভা সমাবেশে মেয়েদের যোগদান

বিবাহ উৎসব

“হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (স) এক বিবাহ মজলিস থেকে নারী এবং শিশুদেরকে ফিরে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ তোমরা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। একথাটি তিনি তিনবার বললেন। ” (বুখারী ও মুসলিম)

“হযরত সাহ্ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেনঃ আবু উসাইদ সা'ঈদী যখন বিবাহ করলেন,তখন হুযুর (স) এবং সাহাবায়ে কেরামকে ডাকলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের জন্য কোন খাদ্য তৈরি করলেন না। তাদের সামনে কোন কিছুই হাজির করলেন না। তবে তাঁর স্ত্রী উম্মু উসাইদ একটি পাথরের পাত্রে রাত্রিবেলায় কিছু খেজুর ভিজিয়ে রেখেছিলেন। যখন রসূলুল্লাহ (স) খাওয়া শেষ করলেন, তখন তিনি (উম্মুল উসাইদ) খেজুর নরম করে দিলেন রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্যে এবং তা থেকে তিনি পান করতে দিলেন। ” (বুখারী ও মুসলিম)

ঈদ উৎসব

“হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ঈদের দিন আমাদেরকে ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য আদেশ করা হতো। এমন কি আমরা কুমারীদেরকেও পর্দার ভিতর থেকে বের করে আনতাম। ঋতুবতী মহিলারা বেরিয়ে পুরুষদের পিছনে বসে থাকতো। তারা পুরুষদের সাথে তাকবীর বলতো এবং ঐ দিনের বরকত কামনা করতো ও গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করতো। অন্য এক বর্ণনায় আছেঃ কল্যাণ ও মুমিনদের দোয়ায় উপস্থিত থাকার জন্য বেরিয়ে আসতো। ” (বুখারী ও মুসলিম)

“হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ঈদের দিনে কিছু হাবশী চামড়ার তৈরী ঢাল ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলা করত। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি নিজেই বলেন, তুমি কি এই খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি আমাকে তাঁর পিছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমার গাল রসূলুল্লাহ (স)-এর গালের সাথে মিলানো ছিল। তিনি

বলছিলেন হে বনী আরফেদাহ! তোমাদের কাজ চালিয়ে যাও। অবশেষে দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। তখন তিনি বললেন, তোমাদের দেখা হয়েছে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তুমি চলে যাও। ” (বুখারী ও মুসলিম)

“হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ হিজরতের দিন আমরা রাতে মদীনায় এলাম। নারী-পুরুষ ঘরের ছাদে উঠেছিল এবং গোলাম ও খাদেমরা রাস্তায় “ইয়া মুহাম্মাদ! ইয়া মুহাম্মাদ!!” এর শ্লোগান দিয়ে রসূলুল্লাহ (স)কে সংবর্ধনা জানাচ্ছিল। (মুসলিম) (চলবে)

জুমার খুতবা
আর-রাহমাতুল আতীক মসজিদে জুমার খুতবা

বিষয়: মাহে রমজানের বিদায়ের বার্তা

খতীব: মুনাওয়ার ইবন আল-উন্নাস

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য ও হিদায়াত প্রার্থনা করি এবং তাঁর নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের মনের সমস্ত কালিমা ও আমাদের কৃত সকল অপকর্ম থেকে তাঁর নিকটই পানাহ চাই। মহান আল্লাহ যাকে হিদায়াত দানে ধন্য করেন কেউ তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না আর যাকে তিনি বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ হিদায়াত করতে সক্ষম নয়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। হে আল্লাহ আপনি কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর, তাঁর পরিবার পরিজন, বন্ধুবান্ধন, সাথী, অনুসারী ও তাঁর পথের পথিকদের উপর রহমত ও দয়া বর্ষণ করুন।

সম্মানিত বন্ধুগণ!

যাঁরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করে চলে ও মহান রমযান মাসে দিনের বেলা খানাপিনা বর্জন করে, রাতে সাধারন জানগণ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ইবাদত বন্দেগী করে তারাই সালেহীন বা সৎ মুমিন হিসেবে বিবেচিত, তারাই মহান আল্লাহর রহমত ও দয়া পাবার ক্ষেত্রে অগ্রাধীকারী হিসেবে বিবেচিত। তিনি তাঁর পবিত্র কিতাব আল-কুরআনে এ মর্মে ঘোষণা করেন,

"নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।" (সূরা আল-আ'রাফ: ৫৬)

আরো ইরশাদ হচ্ছে.

"সত্ কাজের প্রতিদান উত্তম প্রতিদান ব্যতীত কি হতে পারে।" (সুরা আর-রাহমান: ৬০)

মহান আল্লাহ তাদের ইবাদাতের প্রতিদান স্বরূপ এমন সব উত্তম প্রতিদানের ব্যবস্থা করে থাকেন যা কোন মানুষ দেখেনি, কোন কর্ণ তা শ্রবণ করেনি, কারো চক্ষু দেখেনি এবং কোন মানুষের মনে তার কল্পনাও উদ্রেক হয়নি। এ মর্মে তিনি ঘোষণা করেন,

"যারা সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তার চেয়ে বেশী।" (সুরা ইউনুস: ২৬)

এ আয়াতের মর্মার্থ হল তারা জান্নাতের অধিকারী হবে ও আল্লাহর দর্শনে ধন্য হবে। মহান আল্লাহ আমাদের উপরোক্ত নিয়ামতে ধন্য করুন। কিন্তু আমাদের বাস্তব পরিস্থিতি হল আমরা নিজেদের উপর অন্যায় অবিচার করে গুণাহের বোঝা অতিরিক্ত বৃদ্ধি করে ফেলেছি ও এমন সব অপকর্ম করেছি যার ফলে আমরা প্রতিনিয়ত ভুল-ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হচ্ছি যা আমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দিতে পারে। আমরাতো রমযানের একেবারে শেষের দিকে এসে পৌঁছেছি এমতাবস্থায় আমাদের কি করণীয় তা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে দেখা উচিত।

আল্লাহর বান্দাগণ!

এ মুহূর্তে আমাদের কৃত সকল অপরাধ স্বীকার করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর নিকট তাওবা ইস্তিগফার করা উচিত, সর্ব প্রকার অনাচার থেকে বিরত থেকে একমাত্র তাঁর প্রদর্শিত পথে চলে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করা উচিত। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের ক্ষমা করুন ও জাহান্নাম থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আপনিতো ঘোষণা করে দিয়েছেন,

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুণাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।" (সূরা আয-যুমার, ৫৩) মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

"আমার বান্দাদেরকে বলে দিন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা সালাত কায়েম রাখুক এবং আমার দেয়া রিযক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক ঐদিন আসার পূর্বে, যেদিন কোন বেচাকেনা নাই এবং বন্ধুত্ব নাই।" (সূরা ইব্রাহীম : ৩১) তিনি অন্যত্র ঘোষণা করেন :

“আপনার পালনকর্তা মানুষকে তাদের অন্যায় সত্বেও ক্ষমা করেন এবং আপনার পালনকর্তা কঠিন শাস্তিদাতাও বটে। ” (সূরা আর-রা'দ : ৬)

যে ব্যক্তি শুধু মৌখিকভাবে রমযান মসে তাওবা করে কিন্তু যাবতীয় অন্যায়-অবিচারে সিদ্ধান্ত, এ মাস শেষে পুনরায় সে তার পূর্বের অপকর্মে ফিরে যেতে ব্যাকুল এ প্রকার লোকের রোযা ও তাওবা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। এদের রোযা ও অন্যান্য ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়। পবিত্র রমযানে ইবাদত ও তাওবার অপূর্ব সুযোগ থাকা সত্বেও যে এ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়। সে দূর্ভাগা ব্যতীত আর কি হতে পারে।

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ!

তাওবা ইস্তিগফার হল মুসলিম জীবনের সকল কর্মের পরিসমাপ্তির ইঙ্গিতবহ। মুসলিমগণ তা দিয়েই তাদের নামাযের শেষ করেন। সহীহ মুসলিম শরীফ থেকে জানা যায়, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের শেষান্তে তিনবার ইস্তিগফার পাঠ করতেন, তেমনিভাবে তিনি হজ্জের কার্যাবলীর শেষান্তেও তিনবার ইস্তিগফার পাঠ করতেন। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে যার মর্মার্থ :

“অতঃপর তাওয়াফের জন্যে দ্রুতগতিতে সেখান থেকে ফিরে আস, যেখান থেকে সবাই ফিরে। আর আল্লাহর কাছেই মাগফেরাত কামনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, করুণাময়। ” (সূরা আল-বাকারাহ : ১৯৯)

হাজী সাহেবগণ আরাফার মাঠে অবস্থান করার পর মুযদালিফায় গমণ করেও তাওবা ইস্তিগফার করে থাকেন ও তথায় কিয়ামূল লাইল করে। মহান আল্লাহ তাঁর মুত্তাকী বান্দার এ সকল কার্যাবলীর প্রসংসা করত: ইরশাদ করেন,

“যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গুণাহরাশী ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। তারা ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশসম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষরাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী। ”

(সূরা আল-ইমরান, ১৬-১৭) মুত্তাকীদের গুণবর্ণনা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ করেন, "রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।" (সূরা আয-যারিয়াত : ১৮)

হযরত হাছান (রা.) বলতেন, সাহাবাগণ অধিকাংশই সাহরীর সময় পর্যন্ত রাত জাগরণ করে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করতেন অতঃপর তাওবা করতেন। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.)-এর অভ্যাস এমন ছিল যে, তিনি রাতের অধিকাংশ সময় ইবাদত করতেন, পরে তার ভৃত্য নাফে কে ডেকে সাহরীর সময় হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করতেন। হ্যাঁ বোধক উত্তর ফেলে সকাল না হওয়া পর্যন্ত তিনি দোয়াদরূদ ও ইস্তিগফার করতেন।

আমাদেরকেও এমনিভাবে আমাদের পূর্বসুরীদের ন্যায় আমল করা আবশ্যক। আমাদের মধ্যে যারাই তাদের পাপমোচন ও জাহান্নামের আযাব থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করার মানসিক ইচ্ছা থাকে তাদেরকেও সারা বছরের রাতের কিছূ অংশ জেগে বিশেষত সাহরীর সময় হলেও তাহাজ্জুদ আদায় করে তাওবা-ইস্তিগফার করা অত্যাবশ্যক।

জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতের উচ্চাসনের যারা প্রত্যাশী তাদের পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে পাওয়া গোলামীর শৃঙ্খল থেকে কোন একজন মানুষকে মুক্তিদান করতে চেষ্টা করা আবশ্যক। আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষ হযরত আবু কিলাব (রা.) কে রমযানের শেষাংশে দাস-দাসী মুক্ত করতে দেখতে পাই। তিনি এর মাধ্যমে নিজেকে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি বলে মনে করতেন। গোলামীর শৃঙ্খল থেকে মুক্তির বিনিময়ে জান্নাত লাভের দৃঢ় আশা করা সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। সাঈদ (রা.) থেকে একটি বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি নিজের মুসলমান গোলামকে আযাদ করে দেবে, আল্লাহ সেই গোলামের প্রতিটি অংগের বিনিময়ে তার মালিকের অংগ সমূহকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দেবেন, এমন কি গোলামের লজ্জাস্থানের পরিবর্তে তার মালিকের লজ্জাস্থানকেও।" (সহীহ বুখারী)

আমাদের এ যুগে কোথাও দাস মুক্ত করার সুযোগ না থাকলে কমপক্ষে তাকে বেশী বেশী করে কালেমায়ে তাওহীদ পড়তে থাকতে হবে, কেননা তা গোলাম আযাদ করার সওয়াবের পর্যায়ে পড়ে। এ মর্মে বর্ণিত আছে,

যে ব্যক্তি দশবার পড়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে যেন হযরত ইসমাইলের চারটি সন্তানকে গোলামী থেকে মুক্তি দান করল। " (সহীহ বুখারী) অন্যত্র বর্ণিত আছে,

"আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত বার বলবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মূলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব তাঁর। সমস্ত প্রশংসা তাঁর। তিনি সমস্ত বস্তুর ওপর শক্তিশালী।) সে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব লাভ করবে। আর তার নামে লেখা হবে একশটি নেকী এবং তার নাম থেকে দশটি গুণাহ মুছে ফেলা হবে। আর সে সেদিন সন্ধা হওয়া পর্যন্ত শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে সংরক্ষিত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন কেউ তার চাইতে ভাল আমল আনতে পারবে না একমাত্র সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার চাইতে বেশী আমল করেছে। " (সহীহ বুখারী)

সম্মানিত মুসলিম ভাইগণ!

ভালভাবে জেনে রাখুন, তাওহীদের বাণীর সাথে তাওবা ইস্তিগফার সম্বলিত দোয়া পাঠ করা পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও ইহকালে বিপদাপদ থেকে মুক্তির কারণ হতে পারে। এজন্যই মহান আল্লাহ তাঁর বাণীতে এ দু'টিকে একত্রে উল্লেখ করে ইরশাদ করেন,

"জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, ক্ষমাপ্রার্থনা করুন আপনার ত্রুটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। " (সূরা মুহাম্মাদ, ১৯) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

"তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; তুমি নির্দোষ, আমি গুণাহগার। " (সূরা আল-আম্বিয়া, ৮৭)

আল্লাহর বান্দাগণ!

পবিত্র রমযানের শেষ দিনগুলোতে আমাদের বেশী করে আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি করত নিম্মের দোয়াটিও অত্যধিক পড়া দরকারঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মূল্কু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' তেমনিভাবে ইস্তিগফার ও দোয়াদরূদ ও অন্যান্য নেক আমলের পরিমাণও বেশী করতে হবে। এ মাস তো তাওবা ইস্তিগফার ও মুমিনের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির অন্যতম মাস। এ মাসে তা অর্জনে ব্যর্থ হলে তাহলে তা আর কখন করতে সক্ষম হবে? এ জন্য বিশিষ্ট বুজুর্গ কাতাদাহ বলেন, যারা রমযান মাস পেয়েও গুণাহ মাফ করে নিতে পারেনি তা অন্য সময়ে তা করতে সক্ষম হবে না।

এ উপদেশ বাণীগুলো বলে আজ আমি এ পবিত্র মাসে সবার জন্য আল্লাহর দরবারে মাফ চাই। তিনি আমাদের নেককার ও পরহেজগার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করুন। সমস্ত প্রসংসা তাঁরই জন্য।

অনুবাদ : ড. মুহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ
সহযোগী অধ্যাপক, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সময়ের ভাবনা

রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর সহিংসতার তদন্ত হবে কি?

মতিন মাহমুদ

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানরা জাতিগত নির্মূলের শিকার হচ্ছে। হত্যা, নির্যাতন থেকে শুরু করে এমন কোন কিছু নেই যা সেখানকার রাখাইন ও সরকারী সেনারা করছে না। তারা আশ্রয় প্রার্থী হলেও কোন দেশেই আশ্রয় পাচ্ছে না। এ ব্যাপারে জাতিসংঘের অনুরোধও হয়েছে উপেক্ষিত। অন্যদিকে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সাম্প্রতিক সহিংসতায় দেশটির নিরাপত্তা বাহিনীর সংশ্লিষ্টতার অভিযোগের বিষয়ে স্বাধীন তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, সহিংসতায় ওই রাজ্য থেকে প্রায় ৮০ হাজার লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে।

রাখাইন রাজ্যে জাতিগত সহিংসতা বন্ধে সেখানে পাঠানো নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা উল্টো মুসলমানদের বিরুদ্ধে দমন অভিযান চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার নাভি পিল্লাই। গত ২৭ জুলাই তিনি বলেন, 'আমরা বিভিন্ন নিরপেক্ষ সূত্র থেকে রাখাইন মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনীর বৈষম্যমূলক ও অযৌক্তিক প্রতিক্রিয়ার খবর পাচ্ছি। এ সহিংসতায় নিরাপত্তা বাহিনীর সংশ্লিষ্টতারও অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

নাভি পিল্লাই অভিযোগ করেন, এই জাতিগত সহিংসতার প্রেক্ষাপটে কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক পদক্ষেপ মুসলিম রোহিঙ্গাদের দমনের লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত হয়েছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীএকজন নারীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত মে মাসে রাখাইন রাজ্যে মুসলমানদের সঙ্গে নতুন করে সহিংসতার সূত্রপাত ঘটে। এ ঘটনায় কমপক্ষে ৭৮ ব্যক্তি নিহত হয়েছে বলা হলেও প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি বলে বিভিন্ন সূত্রের দাবি। সর্বশেষ তথ্য অনুসারে নিহতের সংখ্যা কয়েক হাজারে ছাড়িয়েছে।

সম্প্রতি মিয়ানমার সরকার জাতিসংঘের দূতকে রাখাইন রাজ্য পরিদর্শনের অনুমতি দিয়েছে। নাভি পিল্লাই মিয়ানমার সরকারের এ পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেও পরিপূর্ণ স্বাধীন তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে মিয়ানমারে সামরিক বাহিনীর নির্যাতনমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে দেশটির গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী অং সান সুচি নীরব ভূমিকা পালন করায় তাঁর সহযোগী ও সমর্থকরা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। বছরের পর বছর ধরে জনবিচ্ছিন্ন ও গৃহবন্দী জীবন কাটিয়ে মানবাধিকার আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন সু চি। অথচ মিয়ানমারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বর্তমান ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর অবস্থান হতাশাজনক, বিশেষ করে রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর সম্প্রতি যে নির্যাতন চলছে, সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি।

রাখাইনে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর সেনাবাহিনীর নির্যাতন, ভীতি-প্রদর্শন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের নিয়মিত খবর পাওয়া যাচ্ছে। রোহিঙ্গাদের ওপর এই দমননীতির ব্যাপারে দেশটির সাবেক জেনারেল ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট থেইন সেইনের কোনো রকম সমালোচনা করতে রাজি হননি সু চি; বরং বিষয়টি একাধিকবার কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ায় তাঁর কঠোর সমালোচনা হয়েছে। থেইন সেইন বলেন, আট লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয়কেন্দ্রে রাখতে হবে এবং সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিতে রাজী নয়। তারা নৌকায় ভেসে আসা অসহায় রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠিয়েছে। সরকারের এই আচরণ দেশে ও দেশের বাইরে প্রতিবাদ হয়েছে নিন্দা হয়েছে। কাজের কাজ তেমন হয়নি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে জাতিসংঘের এই তদন্ত আদৌ হবে কি? জাতিসংঘের এই তদন্তের মধ্যদিয়ে কি হয় তাই এখন দেখার বিষয়।

পরমাণু আলোচনা ব্যর্থ হলে ইরানে হামলা করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র!

তেহরানের সঙ্গে ছয় জাতিগোষ্ঠীর পরমাণু আলোচনা ব্যর্থ হলে আমেরিকা ইরানে হামলা চালাতে পারে বলে উচ্চপদস্থ এক মার্কিন কর্মকর্তা ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন। ইসরাইলি দৈনিক হারেৎজ' জানিয়েছে, মার্কিন সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা টম ডনিলন দুই সপ্তাহ আগে ইসরাইল সফরের সময় ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে এ আশ্বাস দেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন মার্কিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে হারেৎজ আরও জানিয়েছে, টম ডনিলন নেতানিয়াহুকে বলেছেন, ইরানের সঙ্গে পরমাণু আলোচনায় অচলাবস্থা দেখা দিলে সামরিক ব্যবস্থা জরুরি হয়ে উঠতে পারে এবং ওয়াশিংটন সে জন্য জোরালোভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ” ইরানের পরমাণু স্থাপনাগুলোতে আঘাত হানার ক্ষেত্রে মার্কিন অস্ত্র ও সামরিক সক্ষমতা নিয়েও টম ডনিলন নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথা বলেন। গত সপ্তাহে মার্কিন বিমান বাহিনীর সচিব মাইকেল ডনলে বলেছেন, এই বাহিনীর কাছে বাংকার বিধ্বংসী নতুন বোমা রয়েছে। এ ধরনের বোমার ওজন ১৫ টন এবং সেগুলো ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

সম্প্রতি ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এহুদ বারাক বলেছেন, পরমাণু আলোচনা ব্যর্থ হলে ইসরাইল ইরানে হামলা চালাতে পারে। ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এভিগডোর লিবারম্যানও ইউরোপীয় জোটের পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক প্রধান ক্যাথেরিন অ্যাস্টোনকে বলেছেন, আলোচনার স্থবিরতা প্রমাণিত হয়েছে, ইরানকে থামানোর জন্য সংলাপ থেকে বেরিয়ে এসে অ্যাকশন বা ব্যবস্থায় যেতে হবে। প্রত্যুত্তরে অ্যাস্টোন বলেছেন, কূটনৈতিক পন্থায় এ বিরোধের নি□ত্তি হওয়ার ব্যাপারে তিনি এখনও আশাবাদী। অবশ্য ইসরাইলের সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী শাওল মোফাজ সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ইরানের পরমাণু স্থাপনার ওপর হামলার পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। ইসরাইলের কাদিমা দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সমালোচনা করে বলেন, নেতানিয়াহু এই মুহূর্তে অনর্থক ইরানকে ইসরাইলের জন্য হুমকি হিসেবে তুলে ধরে জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।

অন্যদিকে ইসলামী প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনী বলেছেন, বাইরের শক্তির চাপের কাছে ইরানি জনগণ মাথানত করবে না। তিনি গবেষক, বিশেষজ্ঞ এবং আবিষ্কারকদের এক সমাবেশে এ কথা বলেন। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেন, ইরানি জনগণ দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রতিশ্র "তিবদ্ধ। তিনি আরও বলেন, ইরান প্রতিদিনই অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে এবং অগ্রযাত্রার পথে অজেয় কোন বাধা নেই। ইরান এখন ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে; সংকট ও চাপ ইরানের সিদ্ধান্ত, আদর্শ বা দৃঢ় প্রতিশ্র "তির ওপর কোন প্রভাব ফেলতে পারছে না বলে জানান তিনি। খামেনী আরও বলেন, অর্থনৈতিক প্রতিরোধকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণই এ ক্রান্তিকাল পার হওয়ার অন্যতম প্রধান উপায়। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক প্রতিরোধ নেহায়েত শ্লোগান নয় বরং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি বলেন, জ্ঞানভিত্তিক বণিকসংঘ হল অর্থনৈতিক প্রতিরোধের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা মূল কার্যকর উপাদান, আর এর মাধ্যমেই অর্থনৈতিক প্রতিরোধকে টেকসই করে তোলা যায়। জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ওপর যথার্থ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে বলেও উল্লেখ করেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা।

তেহরানের খাজা নাসির তুসি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দেশীয় প্রযুক্তিতে নতুন উপগ্রহ তৈরির প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এছাড়া, বিমানের জন্য এক ধরনের প্রলেপ বা কোটিং তৈরি করবে যার ফলে এসব বিমান রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম হবে। তুসি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণসংযোগ বিভাগের পরিচালক ফারশাদ ফোতেবাত এ কথা জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান, তুসি বিশ্ববিদ্যালয় অনেকগুলো উচ্চ প্রযুক্তির প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে 'সার' বা বিস্ময় নামের উপগ্রহ এবং বিমানের প্রলেপ বা কোটিং তৈরি অন্যতম। খাজা নাসির তুসি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক পর্ষদ অনেক শিল্প-প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত বলেও জানান তিনি। এগুলোর মধ্যে উপগ্রহের ক্যারিয়ার তৈরি করা এবং দেশীয় প্রযুক্তিতে আট আসনের হেলিকপ্টার তৈরি অন্যতম বলে জানান ফারশাদ ফোতোবাত। ইরানে হামলা হলে শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয় সমগ্র বিশ্বের স্থিতিশীলতা বিঘিœত হবে। অশান্ত হয়ে উঠবে বিশ্ব পরিবেশ। সে কথা শান্তিবাদী বিশ্বকে ভাবতে হবে।

নিবন্ধ

মাতৃদুগ্ধ শিশুর জন্য সর্বোত্তম

ফারজানা ইয়াসমীন জান্নাতী

আজকের শিশু আগামী দিনের রাষ্ট্রীয় কর্ণধার। সুস্থ শিশু মানেই সুস্থ জাতি। আর শিশুদের সুস্থ ও সবলভাবে বেড়ে ওঠার জন্য মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে মায়ের দুধই সর্বোত্তম ও নিরাপদ খাবার। শিশুদের সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার জন্য মাতৃদুগ্ধ পানের সমতুল্য অন্য কোন পন্থা নেই। আর এটি মা ও শিশু উভয়েরই স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

দুঃখের বিষয়, অনেক নারীই সৌন্দর্য চর্চার নামে শিশুকে দুধ খাওয়াতে অনীহা প্রকাশ করে। এছাড়াও কর্মজীবী অনেক মহিলাই ইচ্ছে থাকলেও সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারেনা। ফলে বিকল্প হিসেবে শিশুদেরকে টিন বা প্যাকেটের গুঁড়ো বা তরল দুধ খাওয়ানো হয়। আর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে যে, শিশুদের জন্য মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই। এজন্য প্রায়ই ডাক্তার পরামর্শ দিয়ে থাকেন যে, ছয়মাস পর্যন্ত শিশুদের মায়ের বুকের দুধ ছাড়া অন্য কিছু যেন দেয়া না হয়। কুরআনুল কারীমে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মায়েরা শিশুদের দু'বছর বুকের দুধ খাওয়াবে। মহান আল্লাহ সূরা বাকারায় বলেন,

"মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর বুকের দুধ খাওয়াবে.....।" [সূরা ২ বাকারা, আয়াত-২৩৩]

এমতাবস্থায় একথা অনস্বীকার্য যে, শিশুর প্রতি মায়ের স্তন্য দান রক্ষা ও উৎসাহিত করা শিশুদের সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার পক্ষে অন্যান্য সামাজিক ব্যবস্থার অন্যতম জরুরী অংশ এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

শিশুদের পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য শিশুকে মায়ের দুধ দেয়া অব্যাহত রাখা এবং যেখানে এর ব্যাত্যয় ঘটেছে সেখানে অভ্যাসটি ফিরিয়ে আনার ওপর বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতিসংঘ শিশু

তহবিল গুরুত্বারোপ করে আসছে। বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ যথাযথভাবে পালনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকেন। এ উপলক্ষে সমগ্র বাংলাদেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, র‍্যালী, রচনা ও শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, মায়ের দুধ পান করানোর উপকারিতা শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান, সেমিনার, ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়।
বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উদযাপনের মূল উদ্দেশ্যই হলো জাতীয় স্বাস্থ্যখাতে প্রধান বিনিয়োগ হিসেবে মায়ের দুধ পান করানোর রীতি সংক্ষরণ, উন্নয়ন ও সহায়তাদানে কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। মায়ের দুধের অর্থনৈতিক গুরুত্বও অপরিসীম। এগুলো হচ্ছে

- মাতৃদুগ্ধ কৃত্রিম শিশুখাদ্য ও আনুষঙ্গিক জিনিসের মত অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটার অপচয় রোধ করে।
- মায়ের দুধ পানে শিশুরা কম অসুস্থ হয়। তাই স্বাস্থ্যসেবা খাতে খরচ কমে।
- কৃত্রিম শিশুখাদ্য প্রস্তুত ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী বিশুদ্ধকরণের পানি, জ্বালানি ও সময় বাঁচে।
- কর্মজীবী মায়েদের সন্তানের অসুস্থতাজনিত অনুপস্থিতির হার কমে যায়, ফলে কর্মক্ষেত্রে মায়েদের মনোযোগিতা ও উৎ পাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।
- এটি কৃত্রিম শিশুখাদ্য আমদানি, বিতরণ ও ব্যবহার রোধ করে। ফলে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হয়না।

সুতরাং বলা যায়, শিশুর পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই। শিশু খুব তাড়াতাড়ি ও সহজেই মায়ের দুধ হজম করতে পারে। মায়ের দুধে রয়েছে শিশুর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে আমিষ ও চর্বি, প্রচুর ভিটামিন, অন্যান্য দুধের চেয়ে অধিক পরিমাণে শর্করা যা শিশুর জন্য অতীব প্রয়োজন। এতে যথেষ্ট পরিমাণে আয়রণ থাকে, এতে শিশু রক্তশূন্যতায় ভোগেনা। এছাড়া প্রচুর পানি, যথেষ্ট লবণ ও খনিজ পদার্থ থাকে।

এছাড়া বুকের দুধে রোগজীবাণু থাকেনা বলে এ দুধ পানে শিশু অসুস্থ হয়না। এতে লৌহ থাকেনা বলে যেসব জীবাণু লৌহ ছাড়া বাঁচতে পারেনা সেগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। বুকের দুধে

রয়েছে প্রতিরোধক বহু উপাদান যা শিশুকে নানাবিধ অসুখ থেকে রক্ষা করে। তাছাড়া নিয়মিত দুধ দানকারী মায়ের স্তন ক্যান্সারের আশংকা থাকেনা।

শিশুরা জাতির অমূল্য সম্পদ। আর মায়ের দুধ শিশুদের আদর্শ খাদ্য। মা ও শিশুর মধ্যে Øেহের বন্ধন দৃঢ় করে এ দুধ। এটি মায়ের কর্তব্য সচেতনতা বৃদ্ধি করে। শিশুর বাঁচার উপকরণ এ দুধ শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ফলে শিশু হয় সুস্থ, সবল, স্বাস্থ্যবান ও উজ্জ্বল। মায়ের দুধ পানকারী শিশুদের উদরাময়, ফ্লু ও চর্মরোগ হয়না। মায়ের দুধ শিশুদের জীবন ও শিক্ষার মান বাড়ায়।

মায়ের দুধের বিকল্প নেইÑ এ বাস্তব সত্যটি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে অনেক মায়েরাই জানেননা। আশা করা যায়, বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে মায়েদের এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পান করানোর ইতিবাচক সাড়া জাগাবে।

মায়ের দুধ পান করা যেমন শিশুদের জন্মগত অধিকার, তেমনি প্রতিটি মায়েরও অধিকার রয়েছে তাদের সন্তানদের বুকের দুধ পান করানো। মায়ের দুধের উপযোগিতা ও ফলপ্রসূতা সম্পর্কে গোটা বিশ্বে ইতোমধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষতঃ সাম্প্রতিককালে গুঁড়ো দুধের বিরূপ বা ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিভিন্ন দেশে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক মা এখনও এ ব্যাপারে ওয়াকেবহাল নন। এ সম্পর্কিত প্রচারণায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন। সফলভাবে বুকের দুধ পান করানো সব মায়েরই ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ ব্যাপারে সর্বস্তরে গণসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

মুসলিম বিশ্বের খবর

হরমুজ প্রণালী বন্ধে আবারও ইরানের হুমকি

নিজ দেশের ওপর থাকা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা না হলে নতুন করে আবারো হরমুজ প্রণালী বন্ধের হুমকি দিয়েছে ইরান। তবে কীভাবে এটা বন্ধ করা হবে সে বিষয়ে স্পস্ট করে কিছু জানা জানায়নি তেহরান। হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়া সংক্রান্ত একটি বিল বিবেচনা করছে দেশটির পার্লামেন্ট। দেশটির প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি বিষয়ক সিদ্ধান্তের ওপর পার্লমেন্টের নিয়ন্ত্রণ খুব কম এবং বিলটি প্রতীকি হলেও নতুন এ সিদ্ধান্তের জন্য সরকারের পরামর্শ প্রয়োজন। আইনপ্রণেতা জাভেদ কারিমি কুদ্দুসির বরাত দিয়ে ফারস সংবাদ সংস্থা জানায়, এ বিল অনুযায়ী, ইরানের বিরুদ্ধে আরোপিত সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকবে। এ মাসেই পার্লামেন্টে এ বিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে বলে অপর আইনপ্রণেতা সেইদ মেহদি মৌসাভিনেজাদের বরাদ দিয়ে সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে। এদিকে ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব স্টাফ হাসান ফিরোজাবাদি বলেন, “হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়া সংক্রান্ত যে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত ঊর্ধ্বতন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের উপদেশ অনুযায়ী দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আল খামেনির কাছ থেকে আসতে হবে।” ইরানের অপরিশোধিত তেল রপ্তানির ওপর পশ্চিমাদের আরোপিত নিষেধাজ্ঞার প্রতিক্রিয়ায় দেশটি বারবার এ প্রণালী বন্ধের হুমকি দিয়ে আসছে। সারা বিশ্বের মোট রপ্তানিকৃত তেলের ৪০ শতাংশই এ প্রণালী দিয়েই যায়। তেল রপ্তানি ছাড়াও ইরানের পরমাণু কর্মসূচির ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। পরমাণু অস্ত্র তৈরির জন্য ইরান এ কর্মসূচি চালাচ্ছে বলে পশ্চিমারা অভিযোগ করলেও তেহরান তা বরাবরবই অস্বীকার করে আসছে। প্রসঙ্গত ইরান ও ওমানের মধ্যবর্তী চার মাইল প্রশস্ত হরমুজ প্রণালী পারস্য উপসাগরকে বের হওয়ার একমাত্র জলপথ। এদিকে ইরানের এ হুমকি মোকাবিলায় নৌবাহিনীর একটি জাহাজসহ উপসাগরীয় এলাকায় নিজেদের উপস্থিতি বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথগুলো উন্মুক্ত রাখার জন্য নিয়মিত টহল দেয় যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী।

পাকিস্তানে নভেম্বরে নির্বাচন: রোডম্যাপ ঘোষণা ১৪ আগস্ট

পাকিস্তানে চলতি বছরের নভেম্বরে আগাম নির্বাচন হবে এবং প্রধানমন্ত্রী রাজা পারভেজ আশরাফ দেশটির আসন্ন স্বাধীনতা দিবসে (১৪ আগস্ট) নতুন নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করবেন। বিশেষ সূত্রের বরাত দিয়ে পাকিস্তানের ইংরেজি দৈনিক দ্য ডন এ খবর দিয়েছে। পাকিস্তান সরকারের মেয়াদ আগামী বছরের মার্চে শেষ হবে এবং তারপর দেশটিতে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা। পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন দল পিপলস্ পার্টি এবং প্রধান বিরোধী দল পাকিস্তান মুসলিম লীগ (নওয়াজ) বা পিএমএল- (এন) এ ব্যাপারে বৈঠক করেছে। বৈঠকে পিপিপি'র পাঁচ সদস্যের এবং মুসলিম লীগের সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এতে অংশ নেয়। এতে নির্বাচন পরিচালনার জন্য তত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিষয়ে দু'পক্ষই সম্মত হয়েছে। এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী পিপিপি বা পিএমএল-এলসহ কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হবেন না কিংবা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না। এ দুই প্রধান রাজনৈতিক দল অন্যান্য দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নির্বাচনী আচরণবিধি ঠিক করবে বলেও জানা গেছে। জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ হোসাইন হারুন এবং পাকিস্তান বার কাউন্সিলের সাবেক সভানেত্রী ও হিউম্যান রাইটস কমিশন অব পাকিস্তানের সাবেক চেয়ারপার্সন আসমা জাহাঙ্গীরকে তত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে কোনো কোনো সূত্র জানায়।

সিরিয়া সমস্যা সমাধানে ইরান সহযোগিতা করতে প্রস্তুত: সালেহি

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী আকবর সালেহী বলেছেন, সিরিয়ায় চলমান সমস্য সমাধানে দেশটির সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে বৈঠকের আয়োজন করতে তেহরান প্রস্তুত রয়েছে। তিনি ইরানের আরবি স্যাটেলাইট চ্যানেল আল আলমকে দেয়া সাক্ষাতকারে এ কথা বলেছেন। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিরিয়া বিষয়ে আরব লীগ ও জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি কফি আনান সাম্প্রতিক তেহরান সফরের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, সিরিয়ায় এখন যা ঘটছে তা মধ্যপ্রাচ্যসহ সারা বিশ্বের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে আলী আকবর সালেহি আরো বলেছেন, সিরিয়া সমস্যা সমাধানে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হলে এ সংকট মধ্যপ্রাচ্যের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে পারে। সিরিয়া সমস্যা সমাধানে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক

প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সিরিয়া বিষয়ে আরব লীগ ও জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি কফি আনান গত কয়েক মাস ধরে ব্যাপক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কফি আনানের প্রস্তাবিত ছয়দফা শান্তি পরিকল্পনা সিরিয়া সমস্যা সমাধানে আশার সঞ্চার করেছে। কফি আনান তার ছয়দফা শান্তি পরিকল্পনায় সিরিয়ায় সহিংসতা বন্ধ করে সব পক্ষের মধ্যে জাতীয় সংলাপ শুরুর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি এবং সংলাপ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য কফি আনানের আজ মস্কো সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে। বিভিন্ন দেশে কফি আনানের সফর থেকে বুঝা যায়, সিরিয়া সমস্যা সমাধানে মি. আনান তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু, একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, সিরিয়ায় চলমান সহিংসতা ও গণহত্যার ঘটনা দেশটির পরিস্থিতিকে আরো নাজুক ও জটিল করে তুলেছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম: সৌদিতে নতুন আইন হচ্ছে

সামাজিক গণমাধ্যমসহ যে কোন ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্ম অবমাননার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে নতুন এক আইন প্রণয়নের বিষয়ে বিবেচনা করছে সৌদি আরব। আইনটি প্রণীত হলে এটি লঙ্ঘনের জন্য কঠোর শাস্তি দেয়া হতে পারে। ১৫ জুলাই দেশটির আল-ওয়াতান সংবাদপত্র একথা জানায়। অজ্ঞাতসূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদপত্রটি জানায়, "ইসলামী শরিয়াহর সমালোচনা মোকাবিলায় আইন প্রণয়নের বিষয়টি পর্যালোচনার বিষয়ে আগামী দুই মাসের মধ্যে জানাবে শুরা কাউন্সিল।" এক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হতে পারে বলেও জানিয়েছে তারা। প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়, "গত কয়েক মাসে ইন্টারনেটের সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কে ইসলামি শরিয়ার সমালোচনা লক্ষ্য করা গেছে। তাই এ আইন প্রণয়ন জরুরি।" দেশটির বিশ্লেষক জামাল খাশোগি বলেন, এ আইনের জন্য জনসাধারণের মতামত প্রয়োজন। সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত পরামর্শক সংস্থা শুরা কাউন্সিলের মুখপাত্র এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে অবজ্ঞা করার কথিত অভিযোগে সৌদির ব্লগার ও কলাম লেখক হামজা কাশগারিকে (২৩) আটকের পাঁচ মাস পর সম্ভাব্য আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হলো। টুইটারে মন্তব্য প্রকাশের কয়েকদিন পর দেশ

ছেড়ে পালিয়ে যান কাশগারি। পরে তাকে নিউজিল্যান্ড যাওয়ার পথে মালয়েশিয়া থেকে গ্রেপ্তার করে সৌদি আরবে ফেরত পাঠানো হয়।

সিরিয়া ইস্যুতে পশ্চিমারা বিশ্বকে বিভ্রান্ত করছে: রাশিয়া

সিরিয়ার ওপর সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পশ্চিমাদেশগুলো চীন, রাশিয়াকে 'ব্ল্যাকমেইল' করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সারজি লেভরভ। ১৬ জুলাই রাজধানী মস্কোয় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই অভিযোগ করেন। সিরিয়া বিষয়ে কথা বলতে সিরিয়ায় জাতিসংঘ নিযুক্ত শান্তিদূত কফি আনানের রাশিয়া পৌঁছানোর কথা। সেখানে তিনি জাতিসংঘের সপ্তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সিরিয়ার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের বিষয় রাশিয়ার সমর্থন চাইবেন। কিন্তু এর আগ মুহূর্তে সংবাদ সম্মেলন করে নিজের অবস্থানের কথা জানান দিল রাশিয়া। আর এই সংবাদ সম্মেলনের মধ্যদিয়ে রাশিয়া পশ্চিমা দেশগুলোর দেয়া কূটনৈতিক চাপ থেকে নিজেকে দূরে সরালো। ব্ল্যাকমেইল সম্পর্কে রাশিয়ার মন্ত্রী বলেন, "আমাদেরকে বলা হয়েছিল আমরা যদি সিরিয়ার বিরুদ্ধে ৭ম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নতুন পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে সম্মত হওয়ার জন্য। তা নাহলে সিরিয়ায় পর্যবেক্ষণ মিশনে আরো লোকবল বাড়ানোর দাবিটিও প্রত্যাখ্যান করা হবে।" চীন ও রাশিয়া সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের সমর্থক। জাতি সংঘের নিরাপত্তা পরিষদেও আসাদ সরকারের পক্ষে কাজ করে দেশ দুটি।

তিউনিশিয়ার সাবেক স্বৈরশাসক বেন আলীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

তিউনিশিয়ার সাবেক লৌহমানব জয়নুল আবেদিন বেন আলীকে তার অনুপস্থিতিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে দেশটির একটি আদালত। তাকে ২০১১ সালের গণ-অভ্যুত্থানের সময় ৪৩ জন বিক্ষোভকারীকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তিউনিশিয়ার সামরিক আদালতের বিচারক হেদি আইয়ারি তার রায়ে বেন আলীর পাশাপাশি তার শাসনামলের প্রায় ৪০ শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাকেও বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দিয়েছেন। এদের মধ্যে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বিভাগের সাবেক প্রধান জেনারেল আলী সেরিয়াতিকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। বেন আলীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিক বেলহাজ কাসেমকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হলেও

অপর সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আহমেদ ফ্রিযাকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়েছে। আদালতে উপস্থিত নিহত ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজন সেরিয়াতি ও কাসেমের লঘুদণ্ডের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। এছাড়া ফ্রিয়াকে বেকসুর খালাস দেয়ারও নিন্দা জানিয়েছেন তারা। ২০১০ সালের ডিসেম্বরে তিউনিশিয়ার মার্কিন সমর্থিত স্বৈরশাসক জয়নুল আবেদিন বেন আলীর বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান শুরু হয়। সে আন্দোলনের জের ধরে ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে তার সরকারের পতন ঘটে। বেন আলী সস্ত্রীক সৌদি আরবে পালিয়ে যান। তিউনিশিয়ার সে ঐতিহাসিক গণ-বিপ্লবের সময় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে অন্তত: ৩০০ মানুষ নিহত হয়। বেন আলীকে এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি মামলায় কঠিন সাজা দেয়া হয়েছে। সরকারি সম্পদ আত্মসাদ, অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান এবং ক্ষমতার অবব্যবহারের তিনটি আলাদা মামলায় এর আগে তিউনিশিয়ার আদালত তাকে ৬৬ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল।

সংগ্রহে: আহমদ রাফিদ ফারহান

মাসআলা-মাসায়েল

মাও: মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম

শিশুদের জামাতে উপস্থিত হওয়া :

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, ইতোপূর্বে আমরা মহিলাদের জামাতে অংশগ্রহণের বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করেছিলাম। আজ আমরা শিশুদের জামাতে অংশগ্রহণের বিষয়টি আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ।

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন বালক বা বালিকা বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) হওয়া পর্যন্ত শিশু হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। নাবালেগ শিশুদেরকে মসজিদে নেয়ার ব্যাপারে তাদের বয়সের দু'টি দিক বিবেচিত।

এক. সাত বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের শিশু :

এদের ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, এদেরকে মসজিদে বা জামাতে নিয়ে হাজির হওয়া অভিভাবকদের গুরু দায়িত্ব। শিশুর বয়স যখন সাত বছর হয় তখন থেকেই তাকে সালাত শিক্ষা দেয়া ও সালাতের প্রতি উদ্যোগী করে তোলা অভিভাবকের আবশ্যিক কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হয় তখন তোমরা তাদেরকে সালাতের নির্দেশ দাও। আর তাদের বয়স যখন দশ বছর হয় তখন তাদেরকে সালাতের জন্য শাসন করো" [সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৪৯৫]।

দুই. সাত বছরের কম বয়স এমন শিশু :

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ স. ও মহিলা সাহাবীগণ তাদের ছোট ছোট সন্তানদেরকে নিয়ে জামাতে উপস্থিত হতেন। এসব হাদীসের ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় যে, শিশুদেরকে নিয়ে মসজিদে যাওয়া বৈধ। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেসব শিশু খুব বেশি দুষ্টামি করে বা যারা প্রতিবন্ধী এবং তাদের কারণে মুসল্লীদের সালাত ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে

সেসব শিশুকে মসজিদে না নেয়াই উত্তম। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে নিুে কিছু হাদীস তুলে ধরা হলো,

১. আবু কাতাদাহ রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. তাঁর কন্যা যায়নাবের মেয়েকে কাঁধে নিয়ে সালাতে দাড়াতেন। যখন সাজদাহ করতেন তখন তিনি তাকে রেখে সাজদাহ করতেন [সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫১৬]। অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ স. তখন লোকদের ইমামতি করছিলেন।

২. আয়িশা রা. বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ স. ইশার সালাতে দেরি করলে উমার রা. তাঁকে ডেকে বললেন, শিশুরা ও নারীরা ঘুমিয়ে যাচ্ছে ... [সহীহ বুখারী, হাদীস : ৮৬২]।

৩. এ ছাড়াও আরও অনেক হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ স. মসজিদে বাচ্চাদের কান্নার কারণে সালাত সংক্ষিপ্ত করতেন।

এসব হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, শিশুদেরকে মসজিদে নিয়ে আসার মধ্যে কোনো দোষ নেই। তবে মুসল্লীদের সালাত ব্যাহত হওয়ার বিষয়টিও খেয়াল রাখতে হবে।

আমাদের সমাজে অনেক মসজিদ রয়েছে যেগুলোতে মুসল্লিগণ শিশুদের মসজিদে নিয়ে আসাকে পছন্দ করেন না। বিষয়টি মোটেও ঠিক নয়। কারণ, শিশুরা দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম স্থান মসজিদ যা আল্লাহর ঘর সেখানে যদি না আসে তাহরে সালাত, দীনী বিষয়, আদব-কায়দা ইত্যাদি কোথা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে? যারা মসজিদে শিশু দেখলেই তাদেরকে রাগ করে বা ধমকায় তাদের ব্যাপারে আমার ভয় হয় তারা কুরআনের সেই আয়াতের আওতাভুক্ত হয়ে যান কিনা যেখানে আল্লাহ বলেছেন, “যে কেউ আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা প্রদান করে এবং মসজিদসমূহের বিনাশ সাধনে প্রয়াসী হয় তার অপেক্ষা বড় যালিম কে হতে পারে?” [সূরা বাকারা, আয়াত : ১১৪]।

(চলবে.....)

লেখক : সহকারী পরিচালক, কাউন্সিল ফর ইসলামিক রিসার্চ

তারুণ্য

এলো ঈদের খুশি

বছর ঘুরে চলে এলো ঈদ। ঈদ-উল-ফিতর মুসলমানদের সর্ববৃহৎ আনন্দ উৎসব। তবে এবারের ঈদটা হবে ভিন্নতর। জিজ্ঞাসার সকল তরুণ বন্ধুরা তাদের পোশাক আর ঈদ সালামীর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জড়ো করবে একটি ফান্ডে সেখান থেকে যা পাওয়া যাবে তাই দিয়ে খাবার, পোশাক কেনা হবে ভবঘুরে শিশুদের জন্য; উদযাপিত হবে ভিন্নধর্মী একটি ঈদ। এগুলো সবই হতে পারে বাস্তব চিত্র যদি আমরা আন্তরিকতার সাথে তা করতে চাই- এই আমরার একটি অংশ তুমি, হ্যাঁ বন্ধু তুমিই। তোমার এলাকার ভবঘুরে বা অনাথ শিশুদের একটি তালিকা করে চাঁদা তুলতে পার তোমার পরিচিত জন অথবা বন্ধুদের কাছ থেকে তা হতে পারে ১০ বা ৫০ বা ১০০ টাকা। তা থেকেই পূর্ণ করতে পার অসহায়দের একটা আশা। মুখে তুলে দিতে পার খাবার। অথবা ঈদের দিনে এক এক পরিবার একটি খাবার দিলেও অনেক খাবার হয়ে যায় তাই দিয়ে এলাকায় হয়ে যাক না একটা ভুরিভোজ। এটাই তো ঈদ, ঈদের মূল উদ্দেশ্য। আজও কি তোমরা সব জেনে বুঝে চুপ থাকতে চাও? সমাজের সেই ধারাবাহিকতায় গা ভাসিয়ে দিতে চাও। শুধু শিক্ষা অর্জন করলেই কি হয়- মানুষও যে হতে হয়। আজকের তোমার এ ক্ষুদ্র পদক্ষেপ হয়তোবা কাল একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়ে যেতে পারে। হতে পারে একটি বাৎসরিক আয়োজন, আর শুরুটা হোক তোমারই হাতে। প্রযুক্তিকেও কাজে লাগাতে পার সকলের কাছে পৌঁছে দাও তোমার এ আবেদন। দেখবে কেউ না কেউ সাড়া দেবেই- কারণ পৃথিবীতে তো মানুষেরই বসবাস। তাই সে স্বপ্নটাকে বাস্তবায়িত করা যায় তাকে আর স্বপ্ন হিসেবে রাখা কেন- এগিয়ে যাও বন্ধু- আমরা আছি তোমাদের সাথে। মনে রেখো সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টাই পারে সমাজকে; জাতিকে; মানুষকে বদলে দিতে। তুমি যে তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। **বেলী ফারহানা**

ক্যারিয়ার গাইড

হতে পারেন অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ার

এয়ারক্রাফট মেইনটেইন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে লাইসেন্সপ্রাপ্ত এমন একজন ব্যক্তি যে উড়োজাহাজের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করে। উড়োজাহাজ ফ্লাই করার পূর্বে পাইলটদেরকে উড়োজাহাজ এবং সিস্টেমগুলো ঠিক আছে কিনা এ মর্মে প্রশিক্ষণ ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত একজন এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স তার কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হয়। উড়োজাহাজে অবস্থিত সকল যাত্রী এবং পাইলটদের জীবন নির্ভর করে একজন এএমই-এর হাতের উপর।

এসএসসি বা এইচএসসি সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ২.৫ প্রাপ্ত যেকোন গ্র "প থেকে যে কোনো সালে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। বাংলাদেশে এএমই তৈরি সম্পর্কে আপনার প্রয়োজন বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ যা আপনাকে দেবে দক্ষতা ও সম্মানজনক পেশা। বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ঢাকার কারওয়ান বাজারে অবস্থিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট কর্তৃক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি চালু করেছে ৪ বছর মেয়াদী এএমই কোর্স। **নকিব**

আপনার স্বাস্থ্য

ঈদ-উল-ফিতরের খাবার-দাবার

ডা: মো: মোয়াজ্জেম হোসেন এফআরসিপি

দীর্ঘ একমাস সিয়াম-সাধনার পর আসে ঈদ-উল-ফিতর। এই মাসটিতে শারীরিক, মানসিক সব ধরনের সংযমই প্রাধান্য পায়। খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন ঘটে। দিনের বেলায় সব ধরনের পানাহার বন্ধ থাকে। সকল প্রকার হালাল খাদ্যদ্রব্যও দিনের বেলায় হারাম হয়ে যায়। শরীর ও মন পেটের সাথে সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। কিন্তু এই পবিত্র প্রশিক্ষণ শেষেই পরম আনন্দের দিন আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। এই দিনে সাধারণত মিষ্টান্নই খাবার তালিকায় প্রাধান্য পায়। তারপরও একটু ঝাল, একটু টক খাদ্যতালিকায় থাকলে সে দিকেই সবার নজর পড়ে। তাই বাংলাদেশীদের ঈদুল ফিতরের পরে খাদ্য তালিকা বলতে আমরা বুঝি-

১. মিষ্টান্ন: সেমাই, ফিন্নি-পায়েস, নানা রকম পিঠা, ও মিষ্টি ইত্যাদি।
২. টক-ঝাল: হালিম, চটপটি ইত্যাদি।
৩. ঝাল: বিরিয়ানী, খিচুড়ী, পোলাও, কাবাব, রোস্ট, রেজালা, টিকিয়া, ইত্যাদি।

কোন কোন অঞ্চলে খাবারের তালিকা আরও সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। বিশেষ করে আমাদের ঢাকা শহরের ঐতিহ্যবাহী এলাকা পুরান ঢাকার লোকেরা নানারকম গুরুপাক খাবারে অভ্যস্ত। তারা এই ধরনের অনুষ্ঠানে আস্ত খাসি-ছাগল রোস্ট করে সবাই মিলে ভাগ করে খাবে।
দীর্ঘ একমাস কৃচ্ছ্রতা সাধনের পর পেটের অবস্থা যেমন থাকে তাতে এই দিনটায় কেমন খাবার স্বাস্থ্যকর তার নির্দেশনা এমন হতে পারে।

১. কিছুটা তরল খাবার।
২. সুপেয়, মিষ্টিজাতীয় হলে ভাল।
৩. বেশী তেল-মসলা খাবার না হলে ভাল।
৪. শক্ত খাবার না খাওয়াই উত্তম।

৫. খাবার পরিমিত হওয়াই উত্তম। অতিভোজন শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।
৬. খাবার ও পানি অবশ্যই বিশুদ্ধ হতে হবে।
কোন অবস্থাতেই অস্বাস্থ্যকর ও অতিমাত্রায় তৈলাক্ত খাবার গ্রহণ করা ঠিক হবে না। এতে করে পারিপাক তন্ত্রের নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে। যেমন, ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি, বদহজম, ইত্যাদি।

অনুরোধে ঢেকী গেলা যাবে না। অতি ভোজন রোজাদারীদের জন্য মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। ঈদুল ফিতরে মিষ্টি জাতীয় খাবার খেয়ে ঈদের জামাতে যাওয়া সুন্নত। এইভাবে দিনটা শুরু করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিমিত খাবার খেয়ে এই দিনটাকে অতিবাহিত করতে পারলে শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকবে অন্তত এটুকু আশা করা যায়।

ঈদের আনন্দ সবার জীবনকে সুন্দর করে তুলুক। ধনী-দরিদ্র সবাই যেন এই আনন্দ ভাগাভাগি করে উপভোগ করতে পারি এই হোক আজকের দিনের প্রত্যাশা।

চেম্বার : মেডিনোভা, ৫/এ, ধানমন্ডী, ঢাকা।

আপনার জিজ্ঞাসা

জবাব দিচ্ছেন – মাওলানা মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম

মাওলানা মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক ও টিভি ব্যক্তিত্ব। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক (সম্মান) এবং মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ্ বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী অর্জন করেছেন। দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগ থেকে অর্জন করেছেন স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। তাছাড়া ঢাকা আলিয়া থেকে অর্জন করেছেন কামিল ডিগ্রী। তিনি তাঁর শিক্ষা জীবনের সকল স্তরে মেধার স্বাক্ষর রেখে প্রথম বিভাগ/শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছেন। তিনি মসজিদ কাউন্সিলের গবেষণা বিভাগের প্রধানসহ মাসিক জিজ্ঞাসা পত্রিকার সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫টি ও প্রবন্ধ প্রায় ২শ'টি।

মিসেস ফযিলাতুন্নেসা, উত্তরা, ঢাকা

প্রশ্ন:-১. প্রতিবন্ধীরা কার পাপে প্রতিবন্ধী হন জানতে চাই? যে মেয়েটি কালো হয়ে জন্মায়, সে কেন কালো হল?

উত্তর: আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেভাবে চান সৃষ্টি করেন। এর সংগে কোন পাপ পুণ্যের সম্পর্ক আছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে প্রতিবন্ধিরা যেহেতু মানুষ তারাও ইসলামের দৃষ্টিতে সম্মানিত। তাদের কোন পাপ নেই। তাদের কোন হিসাব নিকাশ নেই। তারা কেউ জাহান্নামে যাবেনা বলে আশা করা যায়। ক্ষণস্থায়ী এ জীবনের কটি দিন পরে তারা চির জাহান্নামীদের দলভুক্ত হবে না। যারা কষ্ট সহ্য করে ছবরের সংগে নিঃস্বার্থভাবে তাদেরকে লালন পালন করবে তারা বিনিময়ে পুরস্কার পাবেন ইনশাআল্লাহ। সুস্থ সবল সুদর্শন মানুষ হয়েও যারা আল্লাহর অনুগত না হওয়ার কারণে জাহান্নামী হবে তাদের তুলনায় প্রতিবন্ধিরা অনেক সৌভাগ্যবান। লাভ-ক্ষতির আসল হিসাব এখানে নয় সেখানে। অর্থাৎ পরকালের অনন্ত জীবনে। তেমনি কোন মেয়ে কালো আবার কেউ সাদা এটি মূলত: মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি নয়। বরং তাকওয়ার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নিরূপণ করবেন আল্লাহ সুবহানাহু

ওয়া তায়ালা। সৃষ্টিতে যে পার্থক্য দেখা যায় তা হচ্ছে বৈচিত্র। পরস্পরকে চেনার সুবিধার্থে স্রষ্টা এ বৈচিত্র সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির মাঝে। মহান আল্লাহ বলেন, হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেÑই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত। সূরা ৮৯ হুজুরাত, আয়াত-১৩।

প্রশ্ন-২. মাথায় জট হওয়ার মধ্যে কোন রহস্য আছে কি?

উত্তর: মাথায় জট সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। তবে জট কোনো অলৌকিক কিছু বা এর মধ্যে কোন কারামতি রয়েছে বলে যারা মনে করেন এবং তার কাছে প্রয়োজন পূরণের কোন ক্ষমতা রয়েছে, ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রয়েছে বলে বিশ্বাস করেন, তারা গোমরাহীতে ডুবে আছেন। জটকে কেন্দ্র করে উক্ত বিশ্বাসবশত: যা কিছু করা হয় তা মানুষকে দ্বীনী জিন্দেগী থেকে কুসংস্কারের দিকে নিয়ে যায়। শিরক ও বিদআতের পথে নিয়ে শয়তান মানুষকে ধ্বংস করতে চায়। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্র “। আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ কর আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। সূরা ২ বাকারা, আয়াত- ২০৮।

প্রশ্ন-৩. সফর এর কাযা নামায কি সফর এর মত?

উত্তর: সফরের ফরজ সালাত মুকীম অবস্থায় আদায় করলেও কছর করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে সালাতের কাজা নেই। ঘুমের মধ্যে সালাতের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্য কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার আগেই ঐ সালাত আদায় করতে হবে। সালাতের কথা ভুলে গেলে এবং সময় পেরিয়ে গেলে মনে পড়ার সাথে সাথে ঐ সালাত আদায় করে নিতে হবে। অন্য কোন ওযর শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, সালাতের কথা ভুলে যাওয়ার কারণে বা ঘুমিয়ে পড়ার কারণে যার সালাত ছুটে গেল সে যেন স্মরণ হওয়া মাত্রই তা আদায় করে নেয়। আবু দাউদ : ৪৩৫।

প্রশ্ন:-৪. টাকা ধার দেওয়া হল ১,৫০০ টাকা কিন্তু ফেরত নেয়া হচ্ছে রিয়ালে কয়েকমাস পর। তাহলে কোন অতিরিক্ত বেনিফিট ধরা হবে বর্তমান নাকি যেমন দেওয়া হয়েছিল।
উত্তর: যত টাকা ধার দেয়া হয়েছে এবং যে মুদ্রায় ধার দেয়া হয়েছে ঠিক তত টাকা একই মুদ্রায় ফেরত নিতে হবে। বর্তমান সময়ে মুদ্রার মূল্যমান তুলনা করে বেশি কম করা যাবে না।

প্রশ্ন:-৫. আওওয়াবীন নামাজের সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই।
উত্তর: আওয়াবিন সালাত বা ইশরাক, চাশত, মূলত: সালাতুদ্দোহার ভিন্ন ভিন্ন নাম। সালাতুদ্দোহার মজবুত দলীল রয়েছে। সূর্য উদয় হয়ে যাওয়ার পর থেকে নিয়ে যোহরের ওয়াক্ত হওয়ার সূর্য মাথা বরাবর আসার পূর্ব পর্যন্ত ঐ সালাতের সময়। এ সালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের গ্রন্থিগুলোর ওপর সদাকা ওয়াজিব। কাজেই প্রত্যেক বার সুবহানাল্লাহ বলা, আলহামদুলিল্লাহ বলা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা এবং আল্লাহু আকবার বলা সদাকা হিসেবে বিবেচিত। অনুরূপ সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা সদাকা হিসেবে বিবেচিত। আর কেউ এগুলোর বিকল্প হিসেবে চাশতের দু'রাকাত পড়লে তা যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ কেবলমাত্র দু'রাকাত আওওয়াবীন সালাতের বিনিময়ে দেহের গ্রন্থিগুলোর সদাকা আদায় হয়ে যাবে। সহীহ মুসলিম।

প্রশ্ন-৬. আমি দাম্মাম, সৌদী আরবে থাকি। আমার ৪০ হাজার টাকার মত যাকাত অপরিশোধিত আছে। ইচ্ছা করেছিলাম দেশে ফিরে যাকাত দেব। এখন আমি দেশে এসেছি। জমি রাখতে হচ্ছে টানাটানি করে। এখন যাকাত আদায় না করে পরে আদায় করলে চলবে কি?
উত্তর: যাকাত আদায় করাকেই অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। তবে অনিবার্য কারণে বিলম্ব হলেও যথাশীঘ্র আদায় করে দিতে হবে।

প্রশ্ন-৭. আমার আপন বোন অভাবে আছে। ভগ্নিপতি ব্যবসায়ী। কিন্তু ব্যবসার অবস্থা ভাল না থাকায় খুবই বিপদগ্রস্ত। তাকে কি আমি যাকাত দিতে পারব?

উত্তর: কেউ যদি অন্তত: সাড়ে বাহান্ন তোলা রৌপ্য বা তার মূল্য পরিমাণ অর্থের মালিক থাকেন ১ বছর পর্যন্ত- নগদ আকারে অথবা ব্যবসাতে বিনিয়োগ আকারে তাহলে তাকে যাকাত দেয়া যাবেনা। আপনার বোন ভগ্নিপতিকে যাকাত ছাড়া অন্যভাবে সাহায্য করাই উত্তম বলে মনে হয়। তাদের চেয়ে অনেক নিঃস্ব মানুষ রয়েছেন যারা যাকাতের জন্য অধিকতর হকদার। তবে আর্ীয়দেরকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিধান রয়েছে। একই মাপের ২ জন অথবা ততোধিক দরিদ্রের ক্ষেত্রে আর্ীয়কে অনার্ীয়ের উপর এবং প্রতিবেশীকে অপ্রতিবেশীর উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে।

জনৈক প্রশ্নকর্তা, বিমান বাংলাদেশ

প্রশ্ন-৮. আমার এক আপনজন একই স্বপ্ন পরপর ৩ দিন পর্যন্ত দেখে আসছেন, তার করণীয় কি?

উত্তর: স্বপ্ন বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নেই বললেই চলে। কোন খারাপ স্বপ্ন দেখে বামদিকে থুথু দেয়া এবং শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। যে কোন স্বপ্ন দেখে আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত। আল্লাহ তায়ালা যেন স্বপ্নের মধ্যে কোন ভালাই থাকলে তা কবুল করেন আর কোন মন্দ থাকলে সে অনিষ্ট থেকে হেফাজত করেন। স্বপ্নের কথা চর্চা করা বলাবলি করতেও নিষেধ রয়েছে। স্বপ্ন ৩ ধরনের হতে পারে বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। ভাল স্বপ্ন আল্লাহর সাহায্যে এবং মন্দ স্বপ্ন শয়তানের প্ররোচনায় এবং কিছু কিছু স্বপ্ন শারীরিক মানসিক বিপর্যয়জনিত কারণে হয়ে থাকে।

মুহা: এনামুল কবীর, দুবাই

প্রশ্ন-৯. ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্রেতা সংগ্রহ করে দিলে যে কমিশন পাওয়া যায় সেটা বৈধ কিনা?

উত্তর : এ ধরনের কমিশন মূলত: পারিশ্রমিক বলে বিবেচিত। উভয়পক্ষ আলোচনা করে একমত হয়ে এ ধরনের কমিশন লেন-দেন জায়েয আছে। প্রতি ক্রেতার জন্য অথবা বিক্রিত মালের মূল্যের উপর শতকরা নির্দিষ্ট কোন হার নির্ধারণ করে উভয়ের ঐক্যমতে লেন-দেন করা যাবে। তবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি কোন সুদ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হলে অথবা হারাম পণ্যের

বেচা-কেনার প্রতিষ্ঠান (মাদক দ্রব্য বা হারাম পশু বা তার মাংস) হলে কমিশন গ্রহণ বৈধ হবে না।

তালহার আব্বা, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

প্রশ্ন-১০. আমার বড় ভাই ঢাকায় ইন্তিকাল করেছেন। জীবদ্দশায় তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন 'মৃত্যুর পর আমাকে বিক্রমপুরে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে কবর দিতে' আমরা তাই আজীমপুর গোরস্থানের পরিবর্তে তার অসিয়ত অনুযায়ী গ্রামের বাড়িতে নিয়ে দাফন করেছি। এতে কোন সমস্যা হবে কিনা?

উত্তর: আপনারা সঠিক কাজটি করেছেন। মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সকল বৈধ অসিয়ত উত্তরাধিকারীদের জন্য সাধ্যানুযায়ী পালন করা উচিৎ। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী।

রফিকুল ইসলাম, রিয়াদ, সৌদি আরব

প্রশ্ন-১১. রিয়াদের বড় মসজিদের ইমাম সাহেব একটি বই লিখেছেন তাতে বলা হয়েছে, নামাযের সময় নিয়ত বলতে হবে না, অযু করার সময় আপনা আপনিই নিয়ত হয়ে যায়। একথাটি কি ঠিক?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে নিয়তের কথা বলতেন বলে কোন প্রমাণ নেই। ইমাম সাহেব যথার্থই লিখেছেন।

প্রশ্ন-১২. এখানে কিছু লোক ইমামের পেছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন আর কিছু লোক সূরায়ে ফাতিহা পড়েন। আমি কি করব?

উত্তর : আপনি ইচ্ছে করলে ৩য় মতে আমল করতে পারেন অর্থাৎ ইমাম ফজর, মাগরিব ও এশায় যখন আওয়াজ সহকারে সূরা পড়েন তখন আপনি চুপ-চাপ থেকে শুনুন। যোহর এবং আছর আপনি ও সূরায়ে ফাতিহা নিঃশব্দে পড়ুন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন-১৩. বাংলাদেশে আমাদের গ্রামের বাড়ি নরসিংদিতে কিছু লোক বলছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানুষ বললে সে কাফের হয়ে যাবে। এটা কি ঠিক।

উত্তর : এটি ঠিক কথা নয়। এটি একটি ভ্রান্ত আকীদা, শিরকি আকীদাহ, আল্লাহ্ না করুন এ আকীদাহ্ নিয়ে মৃত্যু বরণ করলে কি ভয়াবহ পরিণাম হবে। আল্লাহর সাথে শিরকের গোনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না। যারা আল্লাহর সাথে শিরক করবে তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং জাহান্নাম অবধারিত করে দিবেন। এ অবস্থা থেকে আল্লাহ সকল মানুষকে হেফাজত করুন।

শাহ মোঃ আবদুল্লাহ

প্রশ্ন-১৪. জুতা পায়ে জানাযার নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর: জুতার তলায় কোন অপবিত্রতা না থাকলে পড়া যাবে। সালাতের জন্য পবিত্রতা একটি শর্ত। শরীর এবং গোসল সালাতের স্থান পবিত্র থাকতে হবে। জুতা পোশাকের অংশ। সুতরাং যে কোন সালাত পবিত্র জুতা নিয়ে আদায় করা যাবে।

শাহজাহান কবির, মগবাজার

প্রশ্ন-১৫. জানাযার সালাতে কাতার বেজোড় হওয়া জরুরী কিনা এবং জানাযার সালাতের পর মুনাজাত করতে হবে কিনা?

উত্তর: জানাযার সালাত ও কাতার হওয়ার ফজীলত সংক্রান্ত একখানা হাদীস রয়েছে। তবে সেটি সহীহ হাদীস নয়। জানাযার পর মুনাজাতের পক্ষে কোন দলীল নেই। তবে কবর দেয়া বা দাফন করার পর দোয়া করার পক্ষে সহীহ হাদীস রয়েছে। এই দোয়ায় মৃত ব্যক্তির কবরে প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করে থাকে।

রিফাত, বাগেরহাট

প্রশ্ন-১৬. দাবা খেলা হারাম বলে একটি বইয়ে লিখা দেখলাম। আসলে কি তাই?

উত্তর: টাকা পয়সা দিয়ে দাবা খেলা হারাম। জুয়া খেলা ইসলামে নিষিদ্ধ। দাবা খেলার অপর একটি খারাপ দিক হল অতিমাত্রায় আসক্তির ফলে সালাত থেকে উদাসীন থাকা। টাকা পয়সা ছাড়া যদি খেলা হয় এবং সালাতের ব্যাপারে মনোযোগী থাকা যায় তাহলে দাবা খেলা হারাম হবে না বলে ইসলামিক স্কলারগণ মত দিয়েছেন।

শামসুল হক

প্রশ্ন-১৭. বেলা উঠার পর ফজরের নামায পড়লে কি সুন্নাত পড়া যাবে?

উত্তর: বেলা উঠার পর ফজরের সালাত আদায়কারী আগে সুন্নত পড়ে যথারীতি ফরয সালাত আদায় করবেন।

সাইয়েদা উম্মে সাআদাত আছিয়া, খুলনা

প্রশ্ন-১৮. আমার সম্পদ কি আমি ইচ্ছা করলে সবটাই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে পারি নাকি সন্তানদের জন্য রাখতে হবে?

উত্তর: আপনার নিজের এবং সন্তানদের প্রতি আপনার কর্তব্য রয়েছে। খুব বেশী হলে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এক তৃতীয়াংশ ব্যয় করুন। সন্তানদেরকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে যাওয়াকে ইসলাম অপছন্দ করে। তাদেরকে স্বচ্ছল অবস্থায় অর্থনৈতিকভাবে আদর্শগত এবং শিক্ষা দীক্ষায় বিশেষ করে দ্বীনী ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় রেখে যাওয়া অভিভাবকদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

লাল মিয়া, সৌদি প্রবাসী

প্রশ্ন-১৯. মা বাবার ইচ্ছায় বিয়ে করেছি। ৩টি বাচ্চাও রয়েছে। সম্প্রতি আমার স্ত্রী অন্যের সাথে দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে। আমার স্ত্রী দেশেই থাকে। এমতাবস্থায় আমার কি করণীয়?

উত্তর: মা বাবার ইচ্ছায় বিয়ে করেছেন সে তো খুবই ভাল কথা। আপনার বর্ণনা সত্য হলে তা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আপনার স্ত্রী যদি অনুতপ্ত হন, তওবা করেন সেক্ষেত্রে আপনি তাকে ক্ষমা করতে পারলে সেটি হবে একটি উত্তম কাজ। আল্লাহ নিজে ক্ষমাশীল। আপনি সবর করুন আল্লাহ সবরকারীকে পছন্দ করেন। ৩টি বাচ্চার জন্যও ভাবতে হবে। আপনার স্ত্রী যদি ঐ পাপ কাজের জন্য অনুতপ্ত না হয় তাহলে আপনি চাইলে তাকে তালাক দিতে পারেন নিয়ম অনুযায়ী।

ফায়সাল, সুইজারল্যান্ড প্রবাসী

প্রশ্ন-২০. সুন্নাত নামায কি বাসায় পড়া যাবে? স্বপ্নদোষ হলে কি মাথা বাদ রেখে সারা শরীর ধৌত করলে গোসল শুদ্ধ হবে? আপনার কাছে আমার অনুরোধ, সকলকে এক দলে আসতে বলুন। রসূলুল্লাহর সাহাবীদের দলে। তাহলে শান্তি আসবে।

উত্তর: সুন্নাত সালাত বাসায় পড়া যাবে। বাসায় সুন্নত সালাত আদায় করাও সুন্নত। স্বপ্নদোষ হলে গোসল ফরজ হয়। আর ফরজ গোসল এর জন্য সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করতে হয়। কুলি করতে হয়। নাকে পানি দিতে হয়। প্রথমে শরীরের যেখানে নাপাকি লেগেছে তা ধুয়ে নিবেন। তারপর অজু করে নিতে হবে। এরপর সমস্ত শরীর ধুয়ে ফেলবেন এবং সব শেষে পা ধুয়ে নিবেন। অজু করার সময় সুন্দর করে কুলি করবেন গড়গড়া সহকারে। আর নাকে পানি দিতে ভুলবেন না। আপনি সকলকে একদলে আসবার জন্য আহ্বান জানাতে যে অনুরোধ করেছেন সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ফাহিম, চট্টগ্রাম

প্রশ্ন-২১. ভ্রমণের সময় যে কোন দিকে মুখ করে নামায পড়া যাবে কিনা?

উত্তর: ভ্রমণের সময় কোন যানবাহনে বসা অবস্থায় আপনার সিটে বসা অবস্থায় আপনার মুখ যে দিকে থাকবে সে দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করা যাবে। শুধু ফরজ সালাত ৪ রাকাতের স্থলে ২ রাকায়াত (যোহর, আসর এবং এশা) আদায় করতে হবে। মাগরিবে তিন এবং ফজরে দুই রাকায়াত সুন্নত ও ২ রাকায়াত ফরজ আদায় করতে হয়। বিকল্প ব্যবস্থা অর্থাৎ যাত্রাবিরতি করে সালাত আদায়ের সুযোগ থাকলে তো যথারীতি কেবলামুখি হতে পারবেন এবং দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে পারবেন। গন্তব্যে পৌছা পর্যন্ত সালাত আদায়ের ওয়াক্ত থাকবেনা এমনটি হলেই কেবল উল্লেখিত অবস্থায় সালাত আদায় করতে হবে।

রাসেল, নোয়াখালী

প্রশ্ন-২২. প্রশ্রাব করার সময় ফোঁটা কাপড়ে লাগে বলে সন্দেহ হয়। এমন হলে কি আমাকে গোসল করতে হবে?

উত্তর: এ জাতীয় সন্দেহকে প্রশ্রয় দিবেন না। শয়তান সন্দেহ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। স্পষ্ট দেখতে পারলে শুধু যেখানে ফোটা লেগেছে সেটুকু ধুয়ে নিবেন। গোসল করতে হবে না। স্বামী-স্ত্রী সহবাস অথবা স্বপ্নদোষ জাতীয় বীর্যস্খলনের বিষয় ছাড়া গোসল ফরজ হয়না। সুচীবাই একটি মানসিক ব্যাধি। শয়তানের সৃষ্ট। এটিকে প্রশ্রয় দেয়া যাবেনা। প্রশ্রয় দিলে গোনাহ হবে।

সৌদিয়া বিনা, আজিমপুর

প্রশ্ন-২৩. আমার ভাই সৌদিতে একটি দোকানে চাকুরী করে। দোকানের মালিক মাসে একবার এসে টাকা দিয়ে যায়। আর কোন খোঁজ খবর নেয়না। আমার ভাই আলাদাভাবে কিছু মাল দোকানে উঠায় এবং বিক্রি করে মুনাফা নেয়। এটা কি জায়েজ হবে?

উত্তর: জ্বি না, এটি জায়েজ হবে না। মালিকের অগোচরে অর্থাৎ তাকে না জানিয়ে অনধিকার চর্চা করলে তা হবে খেয়ানত।

প্রশ্ন-২৪. বিতরের নামায সম্পর্কে টিভিতে যা কিছু এখন বলা হচ্ছে, তাহলে আমরা যেভাবে পড়ি তা কি হবে না?

উত্তর: আমাদের নামায হবে। তারা যে ভাবে বলছেন সেভাবে হলে আরো ভাল হবে।

মারিয়াম, খিলগাঁও

প্রশ্ন-২৫. বাচ্চারা বিরক্ত করে নামাযের সময়। জায়নামায এলোমেলো করে দেয়। কখনো পেশাব করে দেয় নামাযের জায়গায়। একটু সরে গিয়ে ভাল জায়গায় নামায পড়ি। এভাবে নামায শেষ করি। আমার নামায কি হবে?

উত্তর: বর্ণিত অবস্থায় সালাত শুদ্ধ না হওয়ার কোন কারণ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের সালাতের মধ্যেও এভাবে শিশুদের উপস্থিতির ইতিহাস রয়েছে। এমনকি শিশু কোলে উঠে গিয়েছে আর তিনি (সাঃ) শিশুকে কোলে চেপে ধরেই সালাত আদায় করেছেন। আপনি তেমন একটি দুর্লভ সুন্নাত আদায়ের সুযোগ পাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

জনৈক প্রশ্নকর্তা

প্রশ্ন-২৬. আমার আপনজন ওমরা করতে গেছেন। বেশী বয়সী। তিনি জানতে চাচ্ছেন, তিনি থেমে থেমে বিরতি দিয়ে তাওয়াফ-সাঈ করতে পারবেন কিনা? (মৌখিক জওয়াব দেয়া হয়েছে)।

উত্তর: এভাবে বিরতি দিয়ে তাওয়াফ-সাঈ করা সঠিক নয়। মাজুর (অক্ষম) লোকের জন্য এভাবে সাধ্য ব্যতীত বিষয় থেকে বিরত থাকা উচিত। অবশ্য কেউ এভাবে আবেগের বশে চলে গেলে তিনি সঙ্গীর সহযোগিতা নিয়ে হুইল চেয়ারে বসে তাওয়াফ করবেন।

শাহজাহান, গোপিবাগ, ঢাকা

প্রশ্ন-২৭. আমাদের দুধের বাচ্চার পেশাব কাপড়ে লাগলে ঐ কাপড় পরে নামায হবে কি?

উত্তর: শুধু দুধ পান করে এমন শিশুর পেশাব কাপড়ে লাগলে সেই অংশ কিছুটা হালকাভাবে পবিত্র পানি ছিটিয়ে দিয়ে ঐ কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করা যাবে।

হাসান, মানিকগঞ্জ

প্রশ্ন-২৮. মা-বাবা আমার বিয়ের ক্ষেত্রে দীনদারীকে অগ্রাধিকার দিবেন বলে মনে হয়। আমি কি সে ক্ষেত্রে নিজ সিদ্ধান্তে বিয়ে করতে পারব? বিয়ের জন্য মেয়ে দেখার ক্ষেত্রে কি আমার সংগিরাও মেয়ে দেখতে পারবে?

উত্তর: দীনদারী বিষয়টি বিয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শুধু মেয়ের ক্ষেত্রে নয়, ছেলের ক্ষেত্রেও তা একইভাবে প্রযোজ্য। বিয়েতে পাত্র-পাত্রির মত সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। পাত্র বা পাত্রির অমতে বিয়ে বৈধ হয়না। ছেলের জন্য মেয়ে দেখার অনুমতি আছে। অন্য মহিলা আপনজনেরাও মেয়ে দেখতে পারবে, পুরুষ সংগিরা দেখতে পারে না। পিতা-মাতাকে না জানিয়ে বিয়ে করা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ। মেয়ের দীনদারী যেমন দেখতে হবে। পিতা-মাতাকে নারাজ না করে এবং তাদেরকে জানিয়ে বিয়ে করতে হবে। কুমারী মেয়ের বিয়ে অভিভাবক ছাড়া হলে বিশুদ্ধ হবে না একটি মত রয়েছে।

রাকিব, মানিকগঞ্জ

প্রশ্ন-২৯. ঘুষ দিয়ে চাকুরী নিয়ে পরে তওবা করলে ক্ষমা পাওয়া যাবে কিনা?

উত্তর: ঘুষ নেয়া হারাম। পরিকল্পিতভাবে এমনটি করলে মাফ পাওয়া যাবে কিনা বলতে পারছিনা। তবে অজ্ঞতা, অসাবধানতাবশত: কেউ কোন অন্যায় করলে অনুতপ্ত হৃদয়ে খাঁটি মনে কেউ তওবা করলে আর কখনো অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করবেনা বলে প্রতিজ্ঞা করলে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করবেন বলে আল্লাহর রহমতের প্রতি আশা করা যায়।

তাজুল ইসলাম, রায়ের বাজার, ঢাকা

প্রশ্ন-৩০. নিজে হজ্ব করেনি এমন ব্যক্তি যদি গরীব হন তাহলে বদলি হজ্ব কি করতে পারবে?

উত্তর: নিজের হজ্ব করে পরবর্তীতে অন্যের পক্ষে বদলি হজ্ব করার অনুমতি আছে। তবে ওলামাদের অনেকে মনে করেন যার উপর হজ্ব ফরজ হয়নি তেমন কেউ বদলি হজ্ব করতে পারবেন। তবে এর পক্ষে কোন দলিল নেই।

জনৈক প্রশ্নকর্তা

প্রশ্ন-৩১. সূরা হাশরের শেষ ৩ আয়াত মাগরিব ও ফজরের পর এবং তাহাজ্জুদের সময় পড়া যাবে কি?

উত্তর: পড়া যাবে না এমন কথা বলা যাবেনা। কুরআনের যে কোন সূরার যে কোন আয়াত পড়লে সওয়াব রয়েছে। তবে কোন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট আয়াত বা সূরা পড়ার পক্ষে সহীহ দলিল থাকতে হবে। নইলে তা হবে বিদআত। উল্লেখিত সময়সমূহে উল্লেখিত আয়াত পড়বার পক্ষে কোন সহীহ হাদীস রয়েছে বলে আমরা জানতে পারিনি।

লুৎফুন্নেছা, হাতিরপুল, ঢাকা

প্রশ্ন-৩২. আমি স্বপ্নে দেখেছি একটি মেয়ে সাদা কাপড় পরে আমার কক্ষে প্রবেশ করেছে। ঐ মেয়েকে ক'দিন আগে আমার ছেলের বিয়ের জন্য দেখে এসেছি। এখন আমি কি করব?

উত্তর: স্বপ্নের অর্থ বা তা'বীর আমাদের জানা নেই। কে জানেন তাও জানিনা। স্বপ্ন ৩ রকম হতে পারে। ১. ভাল স্বপ্নÑ যা কিনা আল্লাহর সাহায্যে দেখা যায়। ২. খারাপ স্বপ্নÑ যা

কিনা শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ দেখে। ৩. নিরর্থক স্বপ্নÑ যা কিনা শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতাজনিত কারণে মানুষ দেখতে পারে। খারাপ স্বপ্ন দেখে বামদিকে থু থু দেয়া এবং শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। স্বপ্ন কাউকে না বলা এবং স্বপ্নের সম্ভাব্য ভাল জিনিস আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং সম্ভাব্য মন্দ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে হয়।
আরিফ বিন আলমগীর, মিরপুর, ঢাকা

প্রশ্ন-৩৩. সুদ দাতার গোনাহ বেশী না সূদ গ্রহিতার গোনাহ বেশী?
উত্তর: প্রথম কথা হচ্ছে উভয়ের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। উভয়ের জন্য হারাম কাজ করার গোনাহ রয়েছে। তবে ক্রমিক অনুসারে ১নং এ আছেন সূদ গ্রহণকারী বা ভক্ষণকারী। ২য় নম্বরে সূদ দাতা, ৩য় ও ৪র্থ নম্বরে সাক্ষী এবং লেখক।
সাদ্দাম হোসেন

প্রশ্ন-৩৪. বাকীতে মাল বিক্রির ক্ষেত্রে একটু বেশী দাম নিলে কি জায়েজ হবে?
উত্তর: না, জায়েজ হবে না। বেচাকেনার ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার একমত হওয়া শর্ত। কোন ধোকা বা অস্পষ্টতা না থাকা এবং সূদের সংমিশ্রণ না থাকাই বড় কথা।
আরিফের আম্মা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

প্রশ্ন-৩৫. আরিফের আব্বা মারা যাওয়ার পর থেকে নিয়মিত এতিমদের খাদ্য দেই। এই সাথে আমার আব্বার জন্য নিয়্যত করা যাবে কি?
উত্তর: জ্বি হ্যাঁ, একজনের মাগফিরাতের জন্য দান খয়রাত করার সময় আপনি আপনার সকল আপনজনদের জন্য নিয়্যত করতে পারেন এবং সেটাই ভাল। সবাই উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ। সওয়াবেও কোন কমতি হবে না কারো জন্য।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সিলেট
প্রশ্ন-৩৬. আমার স্বামীর লজ্জাশরম কম এবং আরো কিছু প্রবলেম আছে। উনি এক বিছানায় থাকেন আর আমি ভিন্ন বিছানায় থাকি। এতে কি আমার কোন গোনাহ হবে?

উত্তর: বর্ণনাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বিছানা আলাদা করার উদ্যোক্তা আপনি নিজেই। আপনার স্বামীর ইচ্ছায় এটি হয়নি। এ কাজটি আল্লাহ পছন্দ করেন না। এটি গোনাহের কাজ। আপনি আল্লাহর গজব এবং লা'নত থেকে বাঁচার জন্য এ কাজ থেকে বিরত থাকুন। আপনি আপনার স্বামীর অপরাধের জন্য দায়ী হবেন না। তার কাজ তার আমলনামায় লিখা হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, উত্তরা, ঢাকা

প্রশ্ন-৩৭. হিন্দুদেরকে যাকাত দেয়া যাবে কিনা?

উত্তর: আর্থিক সহযোগিতা অমুসলিমদেরকে দেয়া যায়। যাকাত ছাড়া অন্যান্য দান-অনুদান থেকে তাদেরকে সহযোগিতা করতে কোন নিষেধ নেই। তবে নও মুসলিম অথবা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এই আশায় যাকাতের অর্থও দেয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন-৩৮. মসজিদ কাউন্সিলের অসহায় শিশু প্রকল্পে কিভাবে ডোনেশন দেয়া যায়?

উত্তর: মসজিদ কাউন্সিলের অসহায় শিশু প্রতিপালন প্রকল্পের নাম হচ্ছে, 'চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম'। এখানে সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা, ১৫ সোনারাগাঁও জনপথ (৪র্থ তলা), সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০, ফোন : ৮৮-০২-৮৯৫৪৩০৫, ০১৭৩৩-০৬৭২৬৮, ০১৮১৯-২২৭৬৭১, Email: macca@dhaka.net; Web: www.masjidcouncilbd.org অনলাইনেও টাকা পাঠাতে পারেন, মসজিদ কাউন্সিল, হিসাব নম্বর : গঝঅ-১০২৬২, ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, উত্তরা শাখা, ঢাকা।

মোঃ সোহেল, ধানমন্ডি, ঢাকা

প্রশ্ন-৩৯. ইয়া আল্লাহ ইয়া মুহাম্মদ পাশাপাশি লিখে রাখা হয় এটা কি ঠিক?

উত্তর: ঠিক নয়। ইয়া আল্লাহ ইয়া মুহাম্মদ পাশাপাশি লিখে রাখা ঠিক নয়। এটি সমর্থনযোগ্য নয়। আল্লাহ এবং রাসূল (সঃ) আমাদের শ্রদ্ধা ভালবাসার সর্বোচ্চ হকদার। আল্লাহ হচ্ছেন স্রষ্টা। আর সব কিছুই সৃষ্টি। মুহাম্মদ (সঃ) নিজেও সৃষ্টি। তিনি স্রষ্টার কোন অংশ নন। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টিকে তুলনা করা যায় না। সৃষ্টি জগতে মানুষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানব জগতে নাবী-রাসূলরাই শ্রেষ্ঠ আর নাবী রাসূলদের মধ্যে মুহাম্মদ (সঃ) শ্রেষ্ঠ নাবী। এ সব

কিছুর পরেও আল্লাহর সমকক্ষ তিনি নন। তিনিও আল্লাহর বান্দা। ঐভাবে পাশাপাশি করে দেখলে শিরকের গোনাহ হবে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

মাসুদ, ঢাকা

প্রশ্ন-৪০. আমার বড় ভাই মায়ের মাথায় হাত রেখে কসম করে বলেছেন, তিনি আমাকে মেরে হাসপাতালে পাঠাবেন। নইলে তিনি তার শিশু ছেলের মরা মুখ দেখবেন। এখন তিনি কি করবেন ?

উত্তর: আল্লাহর নাম বা তার সিফাতী নাম নিয়ে কসম করতে হয়। অন্য কারো নামে কসম করলে সেটি মারাত্মক পাপ। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর কসম করলো সে কুফরী করলো অথবা শিরক করলো। তাছাড়া আপনার ভাই একটি অন্যায় কাজের কসম করেছে যা ভংগ করা জরুরী। আপনার ভাইকে তার এ অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে আর এ ধরনের অন্যায় করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আর খাঁটি মনে তাওবা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন বলে আশা করা যায়। তার কসমটি সঠিক পদ্ধতিতে না হওয়ায় তাকে কসম ভংগের কাফফারা দিতে হবে না।

মুহাম্মাদ মামুনুর রশিদ, উত্তরা, ঢাকা

প্রশ্ন-৪১. রোযার সময় শুধু যাকাত দিতে হয়, না যে কোনো সময় দেয়া যায়? দয়া করে বলবেন কি।

উত্তর: জি না, রোযার মাসেই শুধু যাকাত দিতে হয় না। বরং যাকাত যখন ফরয হয় তখন দিয়ে দেয়া উচিত। রমাযান মাসে যাকাত দেয়া হয় বেশি সাওয়াবের আশায়। শরয়ী বিধান হলো, কারো নিকট নিসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর থাকলেই তার ওপর সে সম্পদের যাকাত ফরয হয়ে যায়। তার জন্য তখনই তা আদায় করা ভালো। শরয়ী কোনো ওযর ছাড়া যাকাত আদায়ে বিলম্ব করা ঠিক হবে না। তবে হ্যাঁ, যদি রমাযান মাস কাছাকাছি থাকে তাহলে রমাযান মাসের জন্য সামান্য কিছুদিন বিলম্ব করা যেতে পারে।

প্রশ্ন-৪২. রোযা রেখে মিথ্যা কথা ও অশ্লীল কথা বলাবলি করলে রোযার কোনো ক্ষতি হবে কি?
উত্তর: রোযা রেখে মিথ্যা ও অশ্লীল কথা বলাবলি করলে রোযার ফরযিয়্যাত আদায় হয়ে যাবে ঠিকই কিন্তু রোযার ফযীলত অর্জিত হবে না। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে রোযাদার মিথ্যা কথা ও অশ্লীল কাজ বর্জন করলো না তার পানাহার বর্জন দ্বারা আল্লাহর কিছুই আসে যায় না। অর্থাৎ আল্লাহ তার রোযার দিকে ভ্রুক্ষেপ করেন না এবং তার রোযা কবুলও করেন না। সহীহ বুখারী : ১৯০৩।

প্রশ্ন-৪৩. সাহরীর শেষ সময় মূলতঃ কখন, জানাবেন কি?
উত্তর : সাহরীর শেষ সময় ফযর উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, "আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ রাতের কৃষ্ণরেখা হতে ঊষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো" । সূরা ২ বাকারা, আয়াত-১৮৭এ আয়াতে রাতের কৃষ্ণরেখা ও ঊষার শুভ্ররেখা দ্বারা সুবহি সাদিক বোঝানো উদ্দেশ্য।

মুহাম্মাদ আশিক, শান্তিবাগ, ঢাকা
প্রশ্ন-৪৪. ইসলামি ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ অন্যান্য ব্যাংক এর মত সুদ হয় না কেন?
উত্তর : ইসলামি ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে অর্জিত। তাই সেটি বৈধ। কিন্তু অন্যান্য ব্যাংকের লভ্যাংশ সুদী লেনদেনের ভিত্তিতে অর্জিত হয় বিধায় তা সুদ।
প্রশ্ন-৪৫. আমি একজনকে ছয় লক্ষ টাকা ধার দিয়েছি উক্ত টাকার যাকাত কি আমাকে দিতে হবে?
উত্তর : আপনি তার কাছ থেকে টাকাটি ফেরৎ পাবেন বলে নিশ্চিত থাকলে তার যাকাত আপনাকেই দিতে হবে। আর যদি ফেরৎ পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হন তাহলে এখন যাকাত দিতে হবে না। যখন পাবেন তখন এক বছরের যাকাত দিলেই আদায় হয়ে যাবে।

মুহাম্মাদ বাবু, সাভার, ঢাকা

প্রশ্ন-৪৬. তারাবীর সালাত না পড়লে রোযা হবে কি?

উত্তর : রোযা স্বতন্ত্র একটি ইবাদাত এবং তারাবীর সালাতও স্বতন্ত্র একটি ইবাদাত। রোযা রেখে তারাবীর সালাত আদায় না করলে রোযার কোনো ক্ষতি হবে না ইনশা আল্লাহ। তিনি তারাবীর সালাতের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হলেন। তারাবীর সালাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা শুধু রমাযান মাসেই আদায় করার সুযোগ পাওয়া যায়। শরয়ী কোনো ওযর ছাড়া এটি ত্যাগ করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে সাওয়াবের আশা রেখে তারাবীর সালাত আদায় করে তার বিগত জীবনের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। সহীহ বুখারী : ৩৭।

প্রশ্ন-৪৭. প্রায় বছর খানেক আগে আমি এক কোটি টাকা পাই। উক্ত টাকা আমার নিকট এক বছর ছিল এবং পরে ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করেছি, এখন এক কোটি টাকার যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর : জি হ্যা, এক কোটি টাকার যাকাতই দিতে হবে। কারণ, এক বছর পূর্ত হওয়ার সাথে সাথেই আপনার ওপর যাকাতটি আবশ্যক হয়ে গিয়েছে। তবে যদি আপনি ৫০ লাখ টাকা এক বছর পূর্ত হওয়ার আগে খরচ করতেন তাহলে সেক্ষেত্রে কেবল ৫০ লাখ টাকার যাকাত দিলেই চলতো।

সুমাইয়া বেগম, মিরপুর, ঢাকা

প্রশ্ন-৪৮. যাকাত এর অর্থ হিসাব করে ভিন্ন একাউন্ট করে সারাবছর ধরে তা বিতরণ করা যাবে কি?

উত্তর : যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো অনতিবিলম্বে তা আদায় করে দেয়া। শরয়ী কোনো ওযর ছাড়া তাতে দেরী করা সঙ্গত নয়। শরয়ী ওযর বলতে বুঝায় যেমন, যাকাত দেয়ার মতো লোক পাওয়া যাচ্ছে না বা যাদেরকে যাকাত দিব তাদের নিকট পৌঁছার সুযোগ হচ্ছে না, এ ধরনের কিছু হলে ভিন্ন কথা। অন্যথায় যাকাত একাউন্টে জমিয়ে রেখে সারাবছর ধরে তা বিতরণ ঠিক হবে না। শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি হলো কল্যাণকর কাজে বিলম্ব

না করে প্রতিযোগিতার সহিত আগে আগে করা। আল্লাহ বলেন, "তোমরা কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করো" । সূরা ২ বাকারা, আয়াত-১৪৮। তবে হ্যা, আপনি যদি পরবর্তী বছরের যাকাত অগ্রিম হিসাব করে একাউন্টে রেখে সারাবছর ধরে বিতরণ করতে চান সেটি করা যাবে।

প্রশ্ন-৪৯. একই ব্যক্তিকে একই বছরে বারবার যাকাত দেয়া যাবে কি?
উত্তর : জি হ্যা, দেয়া যাবে।

প্রশ্ন-৫০. গরীব লোকদের যাকাতের অর্থ দিয়ে রিকসা কিনে দেয়ার পর তা থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আবার অন্য গরীব লোককে রিকসা কিনে দেয়া যায় কি?
উত্তর : যাকাতের টাকা যাকে দেয়া হয় তাকে শর্তহীনভাবে এ টাকার মালিক বানিয়ে দিতে হয়। কাজেই যাকাতের অর্থ দিয়ে ক্রয়কৃত রিকসা থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা দিয়ে অন্য কাউকে রিকসা কিনে দেয়া যাবে না। তবে যাকে রিকসা কিনে দিলেন তার উন্নয়নের জন্য তাকেই আরেকটি রিকসা বা অন্য কিছু কিনে দেয়া যাবে, বরং সেটা হবে আরও উত্তম কাজ। কেননা এতে করে তার দরিদ্রতা দূর হবে।

গত সংখ্যায় নিম্নের প্রশ্নটির উত্তর প্রিন্টিং ত্রটির কারণে ছাপা না হওয়ায় আমরা দুঃখিত পুনরায় প্রশ্নটি ছাপা হলো।

আলভি, পাবনা
প্রশ্ন-৫০. তারাবীর নামাজ না পড়লে কি রোযার কোন ক্ষতি হবে?
উত্তর: জ্বী না, তারাবি না পড়লে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। তবে তারাবীর নামাজের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবেন।

এই বিভাগে আপনিও প্রশ্ন পাঠাতে পারেন

প্রশ্ন পাঠাবার ঠিকানা : মাসিক জিজ্ঞাসা, বাড়ী নং-১৫, সোনারগাঁও জনপথ, সেক্টর-৭, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০